শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
(কলিকাতা গেজেট, ১৮ই জুন, ১৯৪২)

'কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজের পঞ্চম গ্রন্থ

ছায়া কালো-কালো

BanglaBook.org

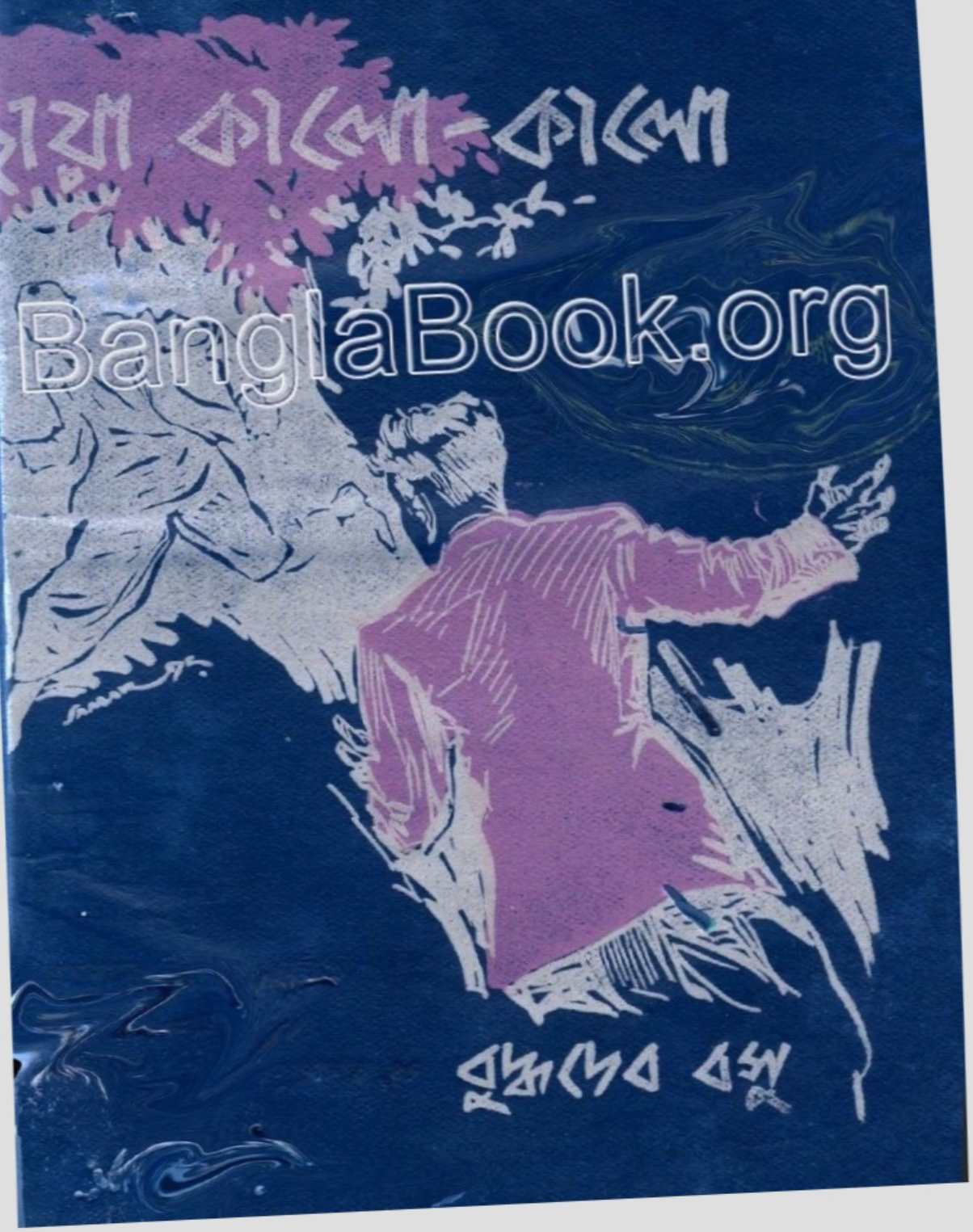

বুদ্ধদেব বসু

www.BanglaBook.org

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—১৩৫৮
দাম—এক টাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রিণ্টার—এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছায়া কালো-কালো

'হরকরা' পত্রিকাটি অল্পদিনের। তার সম্বল খুব বেশি নয়; র্দণ্ডপ্রতাপ' আর 'বঙ্গবীর'-এর দুর্দান্ত প্রতিযোগিতায় সে যে ক আছে, এজন্যেই অনেকে পরিচালকদের সাধুবাদ দিয়ে কেন। ও-সব জবরদস্ত কাগজ এড়িয়ে এত-বড়ো একটা খবর 'হরকরা'তেই প্রথমে বেরুলো, তার একটু ইতিহাসও আছে। 'হরকরা'র সত্ত্বাধিকারী মহিম চাটুয্যে পরীক্ষিৎবাবুর বাল্যবন্ধু। ল জানেন না, কিন্তু এই জয়ন্তীর আয়োজনের মূলে মহিমবাবুই ছন। তিনি স্বভাব-গোপন লোক, নাম ছড়াতে ভালোবাসেন না, থ্য থেকে যোগাড়-যন্ত্র করেন। নিজের পকেট থেকে বেশ । টাকাই তিনি ফেলেছেন পরীক্ষিৎ-জয়ন্তীর ফণ্ডে, আর নৈশ-নের ভারটা লালবিহারীবাবু যে নিতে রাজী হয়েছেন, সে স্তই মহিমবাবুর প্ররোচনায়—নয়তো, এই বীমাব্যবসায়ী, সহজে ার সাহিত্যের এলাকা মাড়ান! মহিম চাটুয্যের সাহিত্যপ্রীতি ারণ, আর পরীক্ষিৎবাবুর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুতা। ১৮ই রাত্রে তিনি তাঁর একজন সব-এডিটরকে পাঠান কথা-সাহিত্য-টর বাড়িতে, 'হরকরা'র জন্য বিশেষ একটি 'বাণী' চাই—এই াধ। সেই 'বাণী' হবে ১৯শে তারিখের 'হরকরা'র প্রধান ণ, এইরকম তাঁর মৎলব ছিলো। কিন্তু 'বাণী'-র বদলে কী তাঁকে ছাপতে হ'লো।

ীক্ষি কা ার বাড়ি যাওয়ার ভার পড়েছিলো, চঞ্চলের উপর। ঢ়ীগ 'হরকরা'র আপিশে কনিষ্ঠ সব-এডিটর। তাকে ছেলে-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষই বলা চলে, কারণ, তার সবে গোঁপ উঠেছে, বয়েস আরো বেশি না। চঞ্চল গরিবের ছেলে, ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজে পড়ব সুবিধে হয়নি. তাই ঢুকে পড়েছিলো 'হরকরা'র আপিশে। ডেসপাচ হ'য়ে ঢুকেছিলো, অর্থাৎ তাকে ঠিকানা লিখতে আর টিকিট লাগা হ'তো; মাইনে ছিলো পনেরো টাকা! কিন্তু সুশ্রী, বুদ্ধিমান চটপটে এই ছেলেটি অল্পদিনের মধ্যেই মহিমবাবুর নজরে প'ড়ে যা সব-এডিটরের চেয়ারে বসতে তার বেশি দিন লাগেনি। এখন ত মাইনে, পঁয়ত্রিশ টাকা। এমন মোটা টাকা রোজগার ক'রে চঞ্চল খুশী! নামে সব-এডিটর হলেও তাকে বেশির ভাগই রিপোর্টের ব করতে হয়; অর্থাৎ তাকে লিখতে হয় অল্প, ঘুরতে হয় বে কলকাতার কোথাও কিছু হ'লেই 'হরকরা'র নিজস্ব সংবাদদাতা সেখানে সে উপস্থিত। কলকাতার বাইরেও মাঝে-মাঝে যেতে ঢাকা মেল-এর শেষ দুর্ঘটনার সময় মহিমবাবু তাকেই পাঠিয়েছিলে এ-কাজে শারীরিক কষ্ট আছে, বিপদের আশঙ্কাও যে নেই তা কিন্তু মজাও আছে নানারকম। মোটের উপর, চঞ্চলের ভালোই লাগে। অন্তত আপিশে ব'সে কলম পেষার চাইতে এ ভালো।

চঞ্চলের চাকরি-জীবন মাত্র দু'বছরের হ'লেও নানারকম কাজ সে ইতিমধ্যেই করেছে। কিন্তু ৫ই তারিখ রাত্রিরে পর্ব বাবুর বাড়ির উদ্দেশে সে যখন বেরুলো, তার মনে হ'লো এ দায়িত্বপূর্ণ কাজ মহিমবাবু আর কখনো তাকে দেননি। ঐ

www.BanglaBook.org

র বুকটাও যেন একটু টিপটিপ করতে লাগলো। অথচ, কাজটা মন কিছুই না, মহিমবাবু আগেই টেলিফোন ক'রে রেখেছেন, বিধে হবারই কথা নয়। আসলে, এত-বড়ো দিগ্বিজয়ী একজন নো লেখকের সামনে সে যে গিয়ে দাঁড়াবে, সে-কথা ভাবতেই ল ঈষৎ ঘাবড়ে যাচ্ছিলো। পরীক্ষিৎবাবুকে সে দূর থেকে কবার দেখেছে, তাঁর বক্তৃতাও শুনেছে, কিন্তু তাঁর বাড়ি গিয়ে মুখি তাঁর সঙ্গে কথা বলা—কথাটা ভাবতেই যেন দম আটকে !

পরীক্ষিৎবাবুর বাড়ি রিজেন্ট্‌স্ পার্কে। মহিমবাবু ব'লে দিয়েছিলেন দশটায় যেতে—সে-সময়ে অপরাজেয় কথা-শিল্পী খেয়ে-দেয়ে াম করেন, লোকজনের ভিড় থাকে না। টালিগঞ্জ ট্রামডিপোয় মিনিট-তিনেক হেঁটে চঞ্চল কাঁটায়-কাঁটায় দশটার সময় 'বাণী-র গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকলো। বাইরে থেকে সমস্ত বাড়ি কার দেখে তার মনটা খুবই খারাপ হ'য়ে গেলো—হয়তো ঘুমিয়ে ছেন, দেখা হবে না ! যা-ই হোক্, এসেছে যখন, খবরটা নেয়াই । বন্ধ-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং-বেল টিপে অপেক্ষা করতে লো।

একটু পরেই ভিতরে আলো জ্বলে উঠলো, একজন চাকর এসে —'কী চাই ?'

চঞ্চল ঢোঁক গিলে বললে, 'পরীক্ষিৎবাবু আছেন ? আমি রা'র আপিশ থেকে আসছি।'

www.BanglaBook.org

'আসুন।'

চাকরটি, যা-ই হোক, বেশ ভদ্র। তাকে ড্রয়িং-রুমে বসিয়ে পা খুলে দিয়ে চ'লে গেলো। চঞ্চল ধ'রেই নিলে যে, এর পরে পরীক্ষিৎ মজুমদারই ঘরে ঢুকবেন। তার বুকের ভিতর এমন হ'তে লাগলো যে, সে নিজের কানেই তা শুনতে পেলো!

মিনিট-দশেক পরে ঘরে ঢুকলেন—পরীক্ষিৎবাবু নন, তাঁর বিজয়কৃষ্ণ! কথা-সাহিত্য-সম্রাট্ বিবাহ করেননি, তিনি ছা বাড়িতে থাকেন তাঁর ভাই, আর ভাইয়ের পরিবার। ভাই অনেক ছোটো, কাজকর্ম কিছু করেন না, করবার দরকার এই ভাইকে পরীক্ষিৎবাবু যে প্রাণতুল্য ভালোবাসতেন, তা জানে।

বিজয়কৃষ্ণ ঘরে ঢুকে বললেন, 'দাদা তো বাড়ি নেই!'

চঞ্চল কুণ্ঠিতভাবে বললে, 'আমি "হরকরা" আপিশ থে আসছি। মহিমবাবু আমাকে বলেছিলেন…'

'হ্যাঁ, তাঁর টেলিফোন পেয়েছিলুম। দাদা সে-সময়েও ছি না; আমি বলেছিলুম, তিনি এলেই ব'লে রাখবো।'

'কোথায় গেছেন তিনি?'

'রোজই সন্ধ্যের আগে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যান, তা-ই গেছেন। আটটার মধ্যে রোজই ফেরেন—এত দেরি কখনো হয় না!'

'তাহ'লে…'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনি একটু বসুন, এক্ষুণি ফিরবেন নিশ্চয়ই!'

'অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করলুম,' চঞ্চল বিনীত সুরে বলে।

'না না, বিরক্ত কিচ্ছু না।'

'আপনি হয়তো শুতে যাচ্ছিলেন?'

বিজয়কৃষ্ণ হেসে বললেন, 'শুয়ে পড়েওছিলুম, কিন্তু ঘুমুতে পারছিলুম না! দাদা তো এমন অনিয়ম কখনো করেন না, একটু চিন্তাই হ'চ্ছে। চাকরদের ব'লে রেখেছিলুম, কেউ এলেই আমাকে ডেকে দিতে। মহিমবাবুর টেলিফোনের কথা মনে ছিলো। বসুন, বসুন!'

বেশ বোঝা গেলো, উৎকণ্ঠার সময়ে একজন সঙ্গী পেয়ে বিজয়কৃষ্ণ বেশ খুশিই হয়েছেন, চঞ্চলকে ছাড়তে চাচ্ছেন না।

চঞ্চল জিজ্ঞেস করলে, 'কোথাও কোনো এন্‌গেজমেন্ট ছিলো নাকি?'

বিজয়কৃষ্ণ ছোট একটি হাই চেপে বললেন, 'না তো, তেমন কিছুই ছিলো না! দাদার সব এন্‌গেজমেন্ট তো আমার মারফৎই হয়। এ ক'দিন বিশেষ ক'রে, তিনি একেবারেই চুপচাপ কাটাচ্ছেন, জয়ন্তীটা হ'য়ে গেলেই আবু-পাহাড়ে গিয়ে বিশ্রাম করবেন—শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না।···ঐ তো, দেখলেন বুঝি!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেট পেরিয়ে গাড়ী ঢোকবার শব্দ হ'লো। চঞ্চল স্ব হ'য়ে হাত-পা সোজা ক'রে বসলো, একটু পরেই তো ম লেখকের আবির্ভাব হবে!

বিজয়কৃষ্ণ উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তার চঞ্চলের দিকে ফিরে বললেন, 'এ কী! গাড়ীটা দেখছি সো গ্যারেজের দিকে চ'লে গেলো। ভিতরে ড্রাইভার ছাড়া অ কেউ ছিলো ব'লেও মনে হ'লো না!'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি ডাকলেন—'কাঞ্চা! কাঞ্চা!'

ফুটফুটে ফর্সা চেহারার বছর-কুড়ির একটি নেপালী যুব ঘরে ঢুকে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো।

—'বাবু কাঁহা?'

হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে কাঞ্চা যা বললে, তার মর্ম এই রাত প্রায় আটটার সময়ে প্রিন্‌সেপ ঘাটে বাবু তাকে ছেড়ে দি ঘরে ফিরে যেতে বললেন। সে আপত্তি করেছিলো, বলেছিলে বাবু কেমন ক'রে ফিরবেন তাহ'লে—কিন্তু বাবু তাকে জো ক'রেই পাঠিয়ে দিলেন। পথে গাড়ির একটি টায়ার ফেটে যা সেইজন্য ফিরতে তার এত দেরী হ'লো। বাবু কি এখনে ফেরেননি?

বিজয়কৃষ্ণ উদ্বিগ্নস্বরে বললে, 'সে কী! এমন অদ্ভুত চ তো দাদার কখনো হয় না! রাত্তিরে কাঁটায়-কাঁটায় সময়ে খাওয়া তাঁর অভ্যেস, এর তো কখনো ব্যা

www.BanglaBook.org

ত' দেখিনি! তোকে তিনি কি বললেন, ঠিক ক'রে তো?'

'বললেন—তুই চ'লে যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

'একটু পরেই যদি যাবেন, গাড়ি পাঠিয়ে দেবার কী মানে ত পারে?'

—হামি তো সে কথাই বললুম। কিন্তু বাবু গল্লে মশগুল, মার কথায় কানই দেন না!'

'গল্লে মশগুল! তাহ'লে সঙ্গে আর কেউ ছিলো?'

'হাঁ, আরো একটা বাবু ওখানে ছিলেন।'

'কে সে? চিনিস?'

'না, হামি চিনবো কেমন ক'রে?'

'বাড়িতে আসতে দেখেছিস কখনো?'

কাঞ্চা বললে যে, সেখানটায় আলো বেশি ছিলো না, সে গাড়িতে ব'সে, আর বাবু ছিলেন একটু দূরে, ভালো দেখতে পায়নি।

কেমন দেখতে সে-লোকটি?'

লম্বা।'

এই একটিমাত্র বিশেষণে কিছুই বোঝা যায় না। বিজয়কৃষ্ণ টা অধৈর্যসূচক শব্দ ক'রে বললেন, 'তার মুখ দেখিসনি?'

মুখ? তা দেখেছি।'

'কেমন দেখতে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু কাঞ্চা আর কিছুই বলতে পারলে না।

'পরনে ধুতি, না সাহেবদের মত পোষাক ?'

কিন্তু এ-প্রশ্নের কাঞ্চা কোনো স্পষ্ট জবাব দিতে পারলে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'তুই একটা উজবুক—দাঁড়া, যাসনে এ থেকে !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

মিনিট-পাঁচেক চুপচাপ কাটলো, তারপর বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'সাড়ে-দশটা বাজলো!'

চঞ্চল এতক্ষণে একটা কথা বললে, 'আমার মনে হয়, ওঁর ফিরতে দেরি হবে। হয়তো, কোথায়ও গেছেন-টেছেন! আমি চাই'লে...'

বিজয়কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, আপনি এক্ষুণি যাবেন না। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না!'

বিজয়বাবুর এই চিন্তিতভাব দেখে চঞ্চলের একটু হাসিই পেলো। যেন এত-বড়ো একটা পুরুষমানুষ কলকাতার শহর থেকে হারিয়ে যাবে! চঞ্চল রাত্তিরে যে-কোনো সময়ে কলকাতার যে-কোনো রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—তার মনে কোনো ভয়ের ভাব আসে না। তাই, সে বেশ শান্তভাবেই বললে, 'আপনি বরং শুয়ে পড়ুন গিয়ে!'

'শুয়ে পড়বো!' বিজয়কৃষ্ণ উত্তেজিতভাবে বললেন। তারপর, নিজের উত্তেজনা প্রকাশ পাওয়ায় একটু যেন লজ্জিত-ভাবেই তক্ষুণি আবার বললেন, 'আপনার ঘুম পাচ্ছে বুঝি?'

'না, আমার রাত-জাগা অভ্যেস আছে। আপনাকে দেখেই

www.BanglaBook.org

একটু আগে মনে হচ্ছিলো যেন আর ব'সে থাকতে পার
না !'

বিজয়বাবু ম্লান একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার সকা
সকাল শোয়াই অভ্যেস।'

কথাবার্তা বিশেষ এগুলো না, এগারোটা বাজলো। ত
বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'নিশ্চয়ই দাদার কোনো বিপদ ঘটেছে—এ
রাত অবধি কখনো তিনি বাইরে থাকেন না !'

চঞ্চল একটুও বিচলিত বোধ করলো না। কী আর বিপ
হ'তে পারে ? গরমের দিনে এগারোটা আসলে এমন-কিছু রাত
নয় !

বিজয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন।—'নাঃ, আর ব'সে থাকা যায় না
আমি বেরুচ্ছি দাদার খোঁজে ! আপনি চলুন না আমার সঙ্গে ?'

চঞ্চল বুঝতে পারলো, এত রাত্তিরে গাড়িতেও একা বেরো
প্রসিদ্ধ দাদার অর্থে ও যত্নে প্রতিপালিত এই মোটাসোটা নধ
ভদ্রলোকটির সাহস হ'চ্ছে না। সে হাসিমুখে বললে, 'বেশ তো
চলুন। তার আগে মহিমবাবুকে একবার ফোন করতে চাই।'

'আসুন, সিঁড়ির নিচেই ফোন রয়েছে। আমি ততক্ষণ জামাট
বদলে আসছি। কাঞ্চা, গাড়ি বের কর।'

ফোনে মহিমবাবুকে পাওয়া গেলো। তিনি রাত-জেগে কাজ
করেন, তাছাড়া হঠাৎ যদি 'হরকরা'র কোনো দরকার হয়, সেজন্য
তাঁর শোবার ঘরেও ফোনের এক্সটেনশন আছে।

www.BanglaBook.org

'আমি চঞ্চল। পরীক্ষিৎবাবু বাড়ি নেই।'

'সে কী! বাড়ি নেই?'

'সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেননি।'

'এখনো ফেরেননি?' মহিমবাবুর গলা যেন একটু কেঁপে লো!

'বিজয়বাবু খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন—গাড়ি নিয়ে খুঁজতে চ্ছেন, আমাকেও যেতে বলছেন সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যস্ত হবার তো কথাই', মহিমবাবুর কণ্ঠস্বর রীতি তা উত্তেজিত শোনালো, 'তুমি যাবে বইকি বিজয়ের সঙ্গে, নিশ্চয়ই বে! শোনো—বিজয়কে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে তুমি সোজা আমার ানে চ'লে আসবে—যত রাত্তিরই হোক্। বাস্-টাস্ না পেলে, ক্সি নিয়ো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জেগে থাকবো। ভারি দুশ্চিন্তায় লাম, বুঝলে?'

মহিমবাবুর কথা শুনে এতক্ষণে চঞ্চলের ধারণা হ'লো যে, এতে ত্যই হয়তো দুশ্চিন্তার কিছু আছে। সত্যিই তো, পরীক্ষিৎবাবু াৎ আজকে নিয়ম ভাঙবেন কেন? তাঁর যা বয়স আর খ্যাতি, তাতে ন-তখন যেখানে-সেখানে ইচ্ছে থাকলেও তিনি যেতে পারেন না। 'র তাঁর কোনো এনগেজমেণ্ট নেই, এদিকে শরীর ভালো না, জয়ন্তী রই আবু-পাহাড়ে যাবার কথা। তাই তো!

একগাল পান মুখে পুরে পানের ডিবেটি পকেটে পুরতে-পুরতে পক্ষে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে

www.BanglaBook.org

বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'চলুন, চলুন, আর এক মিনিটও দেরি না!'

দু'জনে গাড়িতে উঠে বসলো। কাঞ্চা জিজ্ঞেস করলে, 'কোথা যাবো?'

'আগে প্রিন্‌সেপ ঘাট।'

চঞ্চল বললে, 'আমরা তো যাচ্ছি, এর মধ্যে উনি যদি কি আসেন?'

'এলে তো ভালোই!' বিজয়বাবুর কথা শুনে মনে হ'লো, আশা তাঁর মনে অতি ক্ষীণ।

খানিকক্ষণ কাটলো চুপচাপ। তারপর, বিজয়বাবু হঠাৎ জিজ্ঞে করলেন, 'উপেন ধরকে দেখেছেন কখনো?'

'কোন্ উপেন ধর? শ্রী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-ই।'

'দেখেছি দু'একবার। তার কথা হঠাৎ আপনার ম'নে হ'ে কেন?'

'কিছুদিন ধ'রে দাদাকে সে ভারি বিরক্ত করছে! ও কোম্পানীতে পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনে একজন ডিরেক্ট হ'তে হবে। দাদা নেহাৎ ভালোমানুষ—মুখের উপর কাউ 'না' বলতে পারেন না—ভেবে দেখি, আচ্ছা কাল এসো—এইভা দিন্ কাটছে। কাল সকালে তার আসবার কথা—কাল দাদা একেবারে রাজী করিয়ে পরশু, অর্থাৎ জয়ন্তীর দিন সকালে দাদ ছবি দিয়ে সব কাগজে মস্ত বিজ্ঞাপন দেবে, এইরকম ত

www.BanglaBook.org

লব ! হাতে-পায়ে ধরতে বাকি রেখেছে ; অথচ, এসব ব্যাপারের
য় যাবার ইচ্ছে দাদার একেবারেই নেই, লোকটা এমন
ছাড়বান্দা যে, কী বলবো !'

এই ঘটনার সঙ্গে পরীক্ষিৎবাবুর বাড়ি না-ফেরার কী সম্বন্ধ,
ল তা-ই ভাবছে, এমন সময়ে বিজয়কৃষ্ণ হঠাৎ বললেন, 'উপেন
লোকটা বেশ লম্বা।'

কথাটা শুনে চঞ্চল হেসে ফেললো। হাসতে হাসতেই বললে,
পনার কি মনে হয়, উপেন ধর আপনার দাদাকে কোনোরকমে—'

'অসম্ভব নয়, কিছুই অসম্ভব নয় !'

চঞ্চল মনে-মনে খুব একচোট হেসে নিলো, মুখে কিছু বললে
।

প্রিন্‌সেপ ঘাটে এসে কিছুই হদিশ মিললো না। মস্ত-মস্ত
াজগুলো আলো নিবিয়ে চুপ, নৌকাগুলোর গায়ে ধাক্কা লেগে
লর ছলছল শব্দ—এ ছাড়া আর কিছুই নেই। পরীক্ষিৎবাবু
খানে ব'সে ছিলেন, অন্য লোকটি যেখানে ব'সে ছিলো, সে-সব
াগা তন্ন-তন্ন ক'রে খোঁজা হ'লো—বিজয়কৃষ্ণ একটি টর্চ সঙ্গে
তে ভোলেননি ! বিজয়বাবুর এই বাড়াবাড়িতে চঞ্চলের মনে-
একটু রাগই হচ্ছিলো, এমন সময়ে হঠাৎ ছোট্ট সাদা
কে একটা জিনিষ তার চোখে পড়লো। সেটা কুড়িয়ে
াই পাশ থেকে বিজয়বাবু ব'লে উঠলেন—'কী, কী ওটা ?
!'

www.BanglaBook.org

চঞ্চল উল্টিয়ে দেখলো, বিশেষ-কিছু নয়, একটা ভিজি কার্ড। তাতে ইংরেজিতে লেখা—

বৃন্দাবন গুপ্ত

চঞ্চল নিঃশব্দে কার্ডটি বিজয়বাবুর হাতে দিলে। সে দিকে এবার তাকিয়েই বিজয়বাবুর মুখ ক্যাকাশে হ'য়ে গে কাঁপা-গলায় বললেন, 'অ্যাঁ! এ কী! বৃন্দাবন গুপ্ত!'

চঞ্চল শান্তভাবে বললে, 'তাতে কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে মানে? তুমি বলছো কী হে ছোকরা! বৃন্দ গুপ্ত কে, জানো তো?'

হঠাৎ এই 'তুমি' সম্বোধনে কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না-হয়ে চ বললে, 'তা জানি।'

'দাদার এত-বড়ো সাহিত্যিক শত্রু বাংলাদেশে আর কেউ জানো তো? দাদা প্রথম যখন লিখতে আরম্ভ করেন, থেকে আজ পর্যন্ত, এই তিরিশ বছর ধ'রে দাদাকে ও কী অ গালাগালই না ক'রে আসছে! ক্ষতি করবার চেষ্টাও কম ক কিছু ক'রেওছে! এই জয়ন্তীর ব্যাপার নিয়ে "দোর্দণ্ড-প্রত এই কুৎসিত প্রবন্ধগুলো কে লিখেছে? এই বৃন্দাবন! কাগজ ছিলো "শার্দুল"—সবাই বলতো "লাঙ্গুল"—সে-সব চু দিয়ে এখন "দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র কাঁধে ভর করেছে। ছাপার ছিটিয়ে ওর রাগ কমেনি—এখন দেখলে তো কাণ্ডটা!'

www.BanglaBook.org

চঞ্চল বললে, 'বোঝা যাচ্ছে না।'

'বোঝা যাচ্ছে না মানে? নিশ্চয়ই ও দাদাকে কিছু ন্যাপ
াছে—জয়ন্তী ভণ্ডুল ক'রে দেবে! উঃ, কত বড় শয়তান!
অসম্ভবও নয় ওর পক্ষে—খুন ক'রেও ফেলতে পারে।
বিজয়কৃষ্ণ হতাশভাবে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘাটের সিঁড়ির
ব'সে পড়লেন।

চঞ্চল সান্ত্বনার সুরে বললে, 'আহা—আপনি এত অধৈর্য্য
ছন কেন? একটা ভিজিটিং কার্ড থেকে কিছুই প্রমাণ হয়
হয়তো বৃন্দাবনবাবুও এখানে বেড়াতে এসেছিলেন—তাঁর
ট থেকে দৈবাৎ ওটা প'ড়ে গেছে!'

দেখছো না—কার্ডটা একেবারে নতুন! আজই পড়েছে
ন।'

হয়তো আজই এসেছিলেন।'

'তুমি কি বলতে চাও, বৃন্দাবন মিছিমিছি এসেছিলো? তুমি
বলতে চাও, এখানে থাকলেও দাদার সঙ্গে তার দেখা হয়নি?'
চঞ্চল কোনো জবাব করলে না। হ'তে অবশ্য তাও পারে,
ঘটনার পারম্পর্য্য এমনভাবে মিলে যাচ্ছে যে, সন্দেহ হওয়া
নয়! একটু পরে সে বললে, 'প্রথমে কিন্তু আপনি উপেন
সন্দেহ করছিলেন। তাছাড়া, ড্রাইভার যে লোকটাকে
ছিল, সে লম্বা। আর বৃন্দাবনবাবু তো ছোটোখাটো
পটিক মানুষ!'

www.BanglaBook.org

'তুমি দেখেছো বৃন্দাবনকে ?'

'আমায় যে কাজ করতে হয়, তাতে সকলকেই একটু-অ চিনতে হয় !'

'তুমি ওকে চেনো ?' বিজয়কৃষ্ণ এমনভাবে চঞ্চলের দি তাকালেন যে, এ-ব্যাপারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে ব যেন তিনি তাকেই সন্দেহ করেছেন !

'না, এমন-কিছু চিনি না। তবে চেহারা চিনি।'

'তুমিও যেমন ! ও নিজে আসবে নাকি এ-কাজ করতে ? ভাড়াটে সব গুণ্ডা আছে না ? সাহিত্যিক গুণ্ডামিই তো ওর পেশ

'তাহ'লে, গুণ্ডার পকেটে কি ওঁর কার্ড ছিলো ? আর ক'রেও এ-রকম একটা প্রমাণ রেখে যাবে, এমন কাঁচা ছেলেই বৃন্দাবন গুপ্ত ?'

কিন্তু এ-সব যুক্তির কোনো জবাব না-দিয়ে বিজয়কৃষ্ণ বলতে লাগলেন, 'উঃ, কী ভয়ানক ! কী ভয়ানক ! এখন করি ?'

চঞ্চল বললে, 'আপাততঃ চলুন গাড়িতে গিয়ে উঠি—তার ভেবে-চিন্তে যা হয় একটা ঠিক করা যাবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিজয়কৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন। দু'জনে রাস্তার দু'পা এগিয়েছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক শব্দ হ'লো। চমকে তাকি দেখলে, তাদের সামনে দিয়ে একজন দীর্ঘকায় লোক দৌড়িয়ে র পার হ'য়ে চ'লে গেল। বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চলের হাত আঁ

www.BanglaBook.org

ধ'রে কেমন অদ্ভুত-গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'উপেন ধর! ধরো ওকে, ধরো।'

বিজয়বাবুর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চঞ্চল প্রাণপণে ছুটলো, কিন্তু অন্ধকারে কোথায় যে মিলিয়ে গেলো লোকটা, তার পাত্তাই নেই!

মোটা শরীর নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে চঞ্চলের কাছে এসে জয়বাবু বললেন, 'কোথায়?'

'কী যেন! লোকটা যেন হাওয়া হ'য়ে মিলিয়ে গেল! আপনি ক দেখেছিলেন?'

দু'জনে স্তব্ধ হ'য়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো।

একটু পরে চঞ্চল বললে, 'উপেনবাবুকে এখন আর খুঁজে ওয়া যাবে ব'লে মনে হ'চ্ছে না! এখানে দাঁড়িয়ে থেকেও লাভ নেই।'

কটু দূরে গাছের তলায় আলো নিবিয়ে দিয়ে কালো-রঙের অন্ধকারে প্রায় মিশে ছিলো, দুজনে গিয়ে উঠে বসতেই স্টার্ট দিলে।—'কোনদিকে যাবো?'

ল বললে, 'চলো তো, বলছি।' সে স্বপ্নেও ভাবেনি, ৎবাবুর বাড়ি না-ফেরার মধ্যে এত-কিছু থাকতে পারে।

না-হয় যা-হোক্ ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এত উপেন ধর মশাই এখানে কী করছিলেন? তাঁর অমন পালানোরই-বা অর্থ কী? আর, কোথায়-বা পালালেন?

www.BanglaBook.org

বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে উপেন ধরের কি কোনো যোগাযোগ আছে সব মিলিয়ে একটা দুর্বোধ রহস্য চঞ্চলের মনের মধ্যে রচি হ'তে লাগলো, তার মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

গাড়ি যখন খিদিরপুর ব্রিজের কাছাকাছি এসেছে, চঞ্চল জিজ্ঞেস ললে, 'বাড়ি ফিরবেন ?'

বিজয়বাবু ক্লান্ত-স্বরে বললেন, 'ব্যাপারটা বড়োই গোলমেলে কছে। কী করবো ভেবে পাচ্ছি না।'

চঞ্চল বললে, 'সত্যি যদি কোনো গুণ্ডামি সন্দেহ করেন, তা হ'লে লিশে খবর দেয়া উচিত। তার আগে হাসপাতালগুলোতে একবার বর নেয়া ভালো—যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হ'য়েই থাকে।'

'বেশ।'

চঞ্চল গাড়ির মুখ ঘোরাতে বললে। কলকাতার সব ক'টা াসপাতালে খবর নেয়া হ'লো। কোনো হদিশ মিললো না। আর -ই হোক্, পরীক্ষিৎবাবু গাড়ী-চাপা পড়েন নি।

রাত তখন প্রায় দু'টো। এর পরে থানায় খবর দেওয়া শুধু াকি। হঠাৎ চঞ্চলের মনে হ'লো, মহিমবাবু এখনো হয়তো তার ন্য জেগে ব'সে আছেন। সে তাড়াতাড়ি বললে, 'আমাকে এখন কবার মহিমবাবুর বাড়ি যেতে হ'চ্ছে। তিনি পরীক্ষিৎবাবুর খবরের ন্য ব্যস্ত হ'য়ে অপেক্ষা করছেন। আমাকে টেলিফোনে বলেছিলেন, ই হোক্, তাঁকে একবার জানিয়ে যাই যেন !'

www.BanglaBook.org

'বেশ তো, চলো, আমিও যাচ্ছি তাঁর কাছে! পুলিশে খ দেবার আগে তাঁর পরামর্শটাও নেয়া যাবে!'

মহিমবাবুর বাসা বাগবাজারে। গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়াতে চঞ্চল লক্ষ্য করলো, নীচে মহিমবাবুর আপিশ ঘরে আলো জ্বলছে যা ভেবেছিলো—তিনি অপেক্ষা করছেন। আস্তে টোকা দিতে দরজা খুলে দিলেন মহিমবাবু স্বয়ং। খোলা গায়ে শাদা পৈতে ঝুলছে, চোখে চশমা, দাড়িগোঁফ কামানো সৌম্য প্রৌঢ় মু তাকে দেখেই বললেন, 'এসো। বিজয়ও এসেছো? এসো, এসো।'

উপরিওলাকে কেউ সাধারণত দেখতে পারে না, কিন্তু চ মহিমবাবুকে ভারি পছন্দ করে। চমৎকার মানুষটি! অস পরিশ্রমী, আলাপে মধুর, ভদ্রতায় ত্রুটি নেই। সবই ভালো, কি চঞ্চলের ধারণা—বুদ্ধি তাঁর একটু কম, তাই এত গুণ নিয়েও ব্যবস কৃতী হ'তে পারেন না। অথচ, ব্যবসার দিকে ঝোঁক তাঁর বরাবর এম. এ. পাশ ক'রে প্রফেসারিতে ঢোকেন, কিন্তু নন-কো-অপারেশ হুজুগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের দলে ভেড়েন, তারপর হু যখন ক'মে এলো, 'চ্যাটার্জি ব্যাঙ্ক' নাম দিয়ে একটি ব্যাঙ্ক স্থা করেন। দশবছর দিব্যি চলবার পর ব্যাঙ্কটি হঠাৎ একদিন পড়ে; কে একজন জাল শেয়ার বেচে তিন লাখ টাকা সরিয়ে তারপর কিছুদিন তাঁর দারুণ দুরবস্থায় কাটে—কিন্তু দমে যাবার মহিম চাটুয্যে নন্। আবার ঘোরাঘুরি ক'রে টাকাকড়ি

www.BanglaBook.org

ক'রে 'কলকাতা হরকরা' বার করলেন, সে আজ বছরচারেক হ'লো। কাগজটির যে আরো তাড়াতাড়ি এবং আরো বেশি উন্নতি হ'চ্ছে না, তারও কারণ চঞ্চল ভেবে দেখেছে—আর কিছুই নয়; মহিমবাবুর অতিরিক্ত ভালোমানুষি, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধির অভাব।

তাদের ঘরে বসিয়ে মহিমবাবু প্রথম কথা বললেন, 'দু'জনেরই চেহারা দেখে মনে হ'চ্ছে, একটু চা দরকার।'

বিজয়কৃষ্ণ ক্ষীণ আপত্তি করলেন, কিন্তু তার আগেই মহিমবাবু গিয়ে ইলেকট্রিক-কেৎলিতে জল চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই ঘরটি বেশ বড়ো। মাঝখানে বিরাট সেক্রেটারিএট টেবিল, চামড়ায়-মোড়া খুব চওড়া কয়েকটি চেয়ার, দেয়ালে-লাগানো আলমারিগুলো মোটা-মোটা বইয়ে ঠাসা, এক কোণে একটি ছোট টেবিলে ইলেকট্রিক-কেৎলি আর চায়ের সরঞ্জাম। অনেক সময়ে তিনি এ-ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেন, দরকার মতো নিজেই চা তৈরী ক'রে খান, চাকর ডাকেন না। ঘরটিতে এমন আরাম আর এমন একটি লেখাপড়ার আবহাওয়া যে, চঞ্চলের ভারি ভালো লাগে। সে ভেবে রেখেছে যে, কোনোদিন যদি তার পয়সা হয়, তাহ'লে ঠিক এ-রকম একটি ঘরে সে থাকবে।

চমৎকার গরম চা আর কয়েকখানা বিলেতি বিস্কুট তাদের সামনে রেখে মহিমবাবু বললেন, 'খাও।'

চঞ্চল বেশ সাগ্রহেই খেলো। তার রাত্তিরের খাওয়াও আজ হয়নি, রীতিমতো খিদে পেয়ে গিয়েছিলো। বিজয়কৃষ্ণও শব্দ ক'রে-

www.BanglaBook.org

ক'রে সবটুকু চা খেলেন, বিস্কুট ছুঁলেন না। বোঝা গেলো, চা খেতে তাঁর অভ্যেস নেই; এই উত্তেজনার সময়ে চাঙ্গা হ'য়ে ওঠবার আশায় খেলেন।

চা খাওয়া হ'য়ে গেলে মহিমবাবুই নিজের হাতে পেয়ালাগুলো সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'কী খবর?'

চঞ্চল সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বললে।

শুনে মহিমবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। বিজয়কৃষ্ণ ক্ষীণ-স্বরে বললেন, 'আপনার কী মনে হয়?'

'কিছু তো বুঝতে পারছিনে, তবে গোলমেলে মনে হ'চ্ছে! কী করবে?'

বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'পুলিশে খবর দিতে চাই।'

'হ্যাঁ, তাছাড়া আর উপায় কি? দেখি কার্ডটা!'

বিজয়কৃষ্ণ সযত্নরক্ষিত কার্ডটি বের ক'রে মহিমবাবুর হাতে দিলেন। মহিমবাবু কার্ডটি একটু নেড়ে-চেড়ে কপাল কুঁচকে বললেন, 'উপেন ধরকে ঠিক দেখেছিলে?'

বিজয়কৃষ্ণ বেশ একটু জোর দিয়েই বললেন, 'ঠিক দেখেছিলাম। আমার কক্ষনো ভুল হয়নি।'

'এখন একবার শেষ আশা। পুলিশে খবর দেবার আগে বাড়িতে একবার ফোন করো, বিজয়।'

কথাটা শুনে হঠাৎ চঞ্চলের মনে হ'লো হয়তো এ-সব কিছুই নয় হয়তো পরীক্ষিৎবাবু এখন বাড়ির বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমুচ্ছেন!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোন ধরলো পরীক্ষিৎবাবুর পুরোনো প্রিয় চাকর নিমাই। সে জেগেই ব'সে ছিলো। বাবুকে কী তবে পাওয়া গেলো না? কী উপায় হবে আমাদের? টেলিফোনেই সে প্রায় হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে ফ্যালে আর কি!

তখন মহিমবাবু বললেন, 'চঞ্চল, তুমি আপিশে চ'লে যাও। এই খবরটা আজকের মেন নিউজ হবে। পরীক্ষিৎ মজুমদারের অন্তর্ধান! উঃ, কাল সকালে কলকাতার লোক কী একটা শক্ পাবে!'

চঞ্চল জিজ্ঞেস করলে, 'এ বিষয়ে কোনো প্যারাগ্রাফ—'

'না—না···এখন কোনো কমেন্ট নয়! শুধু খবরটা খুব বড়ো ক'রে দিয়ে দাওগে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিয়ো মোড় থেকে।'

চঞ্চল চ'লে গেলে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'তাহ'লে পুলিশে—'

'হ্যাঁ, এক্ষুনি খবর দিয়ে দিচ্ছি'—ব'লে তিনি নিজেই ফোন করলেন লালবাজারে।

ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, 'সাতটার সময়ে ইন্সপেক্টর যাবে তোমাদের বাড়ীতে এন্‌কোয়ারী করতে। এখন তুমি এখানেই বিশ্রাম করো। আমি ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেবো।'

ঘরের এক-পাশে একটি পার্টিশন, তার আড়ালে একটি কৌচ, মহিমবাবু দরকার মতো সেখানে বিশ্রাম করেন। বিজয়বাবুকে সেটি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'একটু শুয়ে নাও। কিছু ভেবো না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

এই আশ্বাস-বাণী শুনে বিজয়কৃষ্ণের মনটা তখনকার মতো যেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু হালকা হ'য়ে গেলো। কুশানে মাথা রেখে তিনি শুয়ে পড়লেন, এবং ঘুমিয়ে পড়তে এক মিনিটও দেরি হ'লো না। নীল ঢাকনা-দেওয়া টেবল-ল্যাম্প জ্বেলে মহিমবাবু কী একটা লেখার কাজ করতে লাগলেন।

ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে হঠাৎ একটার ঘণ্টা বাজতেই বিজয়কৃষ্ণ একবার চম্‌কে জেগে উঠলেন। ঘুম্‌টা তাঁর তখনও কাঁচা ছিল। আবার চোখ্‌ কচ্‌লিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, মহিমবাবু তখনও একমনে কি যেন লিখে যাচ্ছেন।

তারপরই বিজয়কৃষ্ণ আবার গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলেন। তাঁর আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার

ছটার একটু আগে মহিমবাবু বিজয়কৃষ্ণকে ডেকে তুললেন। বিজয়বাবু চোখ মেলে খানিকক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—তাঁর মনে হচ্ছিলো, যেন প্রতিদিনের মতো নিজের বাড়িতেই শুয়ে আছেন, এর মধ্যে এ লোকটা এলো কোত্থেকে? একটু পরে তাঁর সব কথা মনে প'ড়ে গেলো, দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি উঠে বসলেন।

বাইরে, গাড়ির মধ্যেই কুণ্ডলী পাকিয়ে কাঞ্চা অঘোরে ঘুমুচ্ছিলো. অনেক ডাকাডাকি ক'রে তাকে জাগানো হ'লো। বিজয়কৃষ্ণ করুণ-স্বরে বললেন, 'আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে, মহিমবাবু!'

বাড়িতে পুলিশ আসবে, এ-কথা ভাবতেই বিজয়কৃষ্ণের হাত-পা কালিয়ে আসছিলো। অত্যন্ত সুখে ও অতি নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়ে তাঁর এই হয়েছে যে, সামান্য কোনো হাঙ্গামা হ'লেও তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! আর এ তো পুলিশ! মহিমবাবু সঙ্গে থাকলে তবু খানিকটা ভরসা পাওয়া যাবে।

মহিমবাবু বললেন, 'তুমি না বললেও আমি যেতুম। একটু চা খেয়ে নেয়া যাক্!'

কিন্তু এবারে বিজয়কৃষ্ণকে কিছুতেই খাওয়ানো গেলো না। তাঁর মাথা ধরেছে, তাঁর গা বমি-বমি করছে, কিছু খাবার কথা তিনি

www.BanglaBook.org

ভাবতেই পারেন না। এক রাত্রের একটু অনিয়মেই তাঁর শরীর যেন ভেঙে আসছে! অগত্যা, মহিমবাবু একাই চা খেয়ে নিলেন, তারপর বেরিয়ে পড়লেন বিজয়কৃষ্ণকে নিয়ে।

রাস্তার মোড়ে-মোড়ে 'কলকাতা হরকরা'র ফেরিওয়ালা জাঁকিয়ে চেঁচাচ্ছে—'হরকরা—হরকরা—পরীক্ষিৎবাবুর অন্তর্ধান—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পরীক্ষিৎবাবুর অন্তর্ধান—জয়ন্তী ভণ্ডুল!' মহিমবাবু গাড়ী থামিয়ে একখানা 'হরকরা' কিনলেন। কোলের উপর কাগজটা মেলে ধ'রে বললেন—'কী একটা কাণ্ডই হ'লো!'

বিজয়কৃষ্ণ শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

কাগজে চোখ বুলোতে-বুলোতে মহিমবাবু ব'লে উঠলেন—'আরে আরে, আর-একটা খবর দেখেছো! কাল বিকেলের মধ্যে পরীক্ষিৎকে কেউ যদি উদ্ধার করতে পারে, তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে!'

'কে দেবে?' স্তিমিতস্বরে জিজ্ঞেস করলেন বিজয়কৃষ্ণ।

'সেটাই তো আরও আশ্চর্য্য—দেবে লালবিহারী মালাকার। হঠাৎ তাঁর এত উৎসাহ!'

'তা, আপনার কি মনে হয় দাদাকে পাওয়া যাবে?'

'দেখা যাক্, পুলিশ কী করতে পারে!'

সারা রাস্তা আর-কোনো কথা হ'লো না।

বাড়িতে চাকররা ছাড়া কেউ নেই, বিজয়কৃষ্ণের স্ত্রী ছেলেপুলে নিয়ে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছেন। তাঁরা গাড়ি থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নামতেই নিমাই ছুটে এলো, সে ভেবেছিলো, গাড়ি থেকে তাঁর বাবুও বুঝি নামবেন। ছোটবাবুর চেহারা দেখেই সে ব্যাপারটা আঁচ ক'রে নিলে, তারপর ধপ্ ক'রে মেঝেতে ব'সে প'ড়ে কাঁদতে লাগলো।

মহিমবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ করো, নিমাই, বোকার মতো কেঁদো না।'

বিজয়বাবু উপরে আর গেলেন না, বাইরের ঘরে ব'সে দু'জনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সাতটার একটু পরে পুলিশ এলো—ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত, সঙ্গে দু'জন কনেষ্টবল। কনেষ্টবলদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে রণজিৎবাবু ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকলেন। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, ইউনিফর্ম পরা না থাকলে পুলিশ-ইন্সপেক্টর ব'লে মনে হয় না, বরং, কবি-টবি বলেই মনে হয়! মহিমবাবু তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, 'আসুন, রণজিৎবাবু!'

'আরে, মহিমবাবু যে!' রণজিৎবাবু হাত তুলে নমস্কার করলেন। 'কেমন আছেন?'

নানা ব্যাপারে, নানারকমের কাজের উপলক্ষ্যে মহিমবাবুর সঙ্গে বিস্তর লোকের পরিচয়। তাঁর 'চ্যাটার্জি ব্যাঙ্ক' যখন ফেল পড়ে, তখন যে লোক তিন লাখ টাকা ঠকিয়ে তাঁর সর্ব্বনাশ করে, তাকে ধরবার চেষ্টা পুলিশ কিছু কম করেনি, আজও সে লোকটার নামে ওয়ার‍্যাণ্ট আছে, কিন্তু আজও সে অজ্ঞাত। রণজিৎ সামন্ত সে-সময়ে কেসটা নিয়ে খুব খেটেছিলেন; কিছু যে করতে পারেননি, সেটা তাঁর দোষ নয়। সে-কথা রণজিৎবাবুর মনে আছে, মহিমবাবুও ভোলেননি।

www.BanglaBook.org

মহিমবাবু বললেন, 'বিজয়ভায়া তো এর মধ্যেই একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, আমি তাই এলুম, যদি কোনো কাজে লাগি।'

'বেশ করছেন। ইনি—?'

'ইনিই বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার, পরীক্ষিতের ছোট ভাই।'

'ও! আচ্ছা, এবার ব্যাপারটা শোনা যাক।'

বিজয়বাবু মোটামুটি সমস্ত ঘটনার একটা বিবরণ দিলেন। মহিমবাবুর উপস্থিত থাকার খুবই দরকার ছিলো, কারণ, তাঁর সাহায্য ছাড়া বিজয়কৃষ্ণ কোনো কথাই ভালো ক'রে বলতে পারতেন না। তিনি আরম্ভ করেন, মহিমবাবু শেষ করেন, তিনি একটু বলতেই মহিমবাবু বিস্তারিত বর্ণনা দেন—এইভাবে সমস্ত কথা ইন্সপেক্টরের কর্ণগোচর করা হ'লো। ইন্সপেক্টর খাতায় অনেক সব নোট নিলেন, তারপর বললেন, 'চলুন, বাড়িটা একবার দেখে আসি!'

বাড়ির অন্যান্য ঘরগুলো ইন্সপেক্টর চোখ বুলিয়েই সারলেন, দোতলায় পরীক্ষিৎবাবুর শোবার ঘরে এসে কিছু দেরি করলেন। দক্ষিণ-পূবে খোলা মস্ত সুন্দর ঘর। খাটে নির্ভাজ বিছানা পাতা, সূক্ষ্ম নেটের মশারি ঝুলছে। কাল সন্ধ্যের পরে নিমাই বিছানা পেতে রেখে গেছে, তারপর এ-পর্য্যন্ত কেউ ঢোকেনি। ইন্সপেক্টরবাবু বিছানা উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখলেন, ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ার একটু ঘাঁটলেন, কোনোই হদিশ মিললো না। তারপর গেলেন পাশের ঘরে, সেটি পরীক্ষিৎবাবুর লেখাপড়ার ঘর। সাত-আট আলমারি বই, প্রকাণ্ড টেবিল, তার উপর কত কাগজপত্র, চিঠি, প্রুফ তার অন্ত

www.BanglaBook.org

নেই। রণজিৎবাবু হেসে বললেন, 'উনি মানুষটা ভারি অগোছালো তো!'

বিজয়বাবু বললেন, 'উনি ওঁর লেখার টেবিলে কাউকেই হাত দিতে দেন না—নিমাইকেও না।'

'তাঁর অনুমতি না-নিয়েই আমাকে টেবিলটায় হাত দিতে হ'চ্ছে, ব'লে রণজিৎবাবু কাগজপত্রগুলি নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন। 'ইস্, কত কিছু একসঙ্গে ছড়ানো! দরকারের সময়ে ঠিক জিনিসটি খুঁজে পান কেমন ক'রে?'

'তাই কি পান নাকি? একদিন একটা হাজার টাকার চেক্ বাজে কাগজ মনে ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন, কি কোনো লেখার পাণ্ডুলিপি ফেলে দিলেন বাজে-কাগজের ঝুড়িতে। দরকারি চিঠিপত্র প্রায়ই হারিয়ে যায়, তখন যে কী মুশকিল হয়!'

'তবে সুখের কথা এই যে, আমাদের দরকারি কাগজটি আমরা ঠিক পেয়ে গেছি', ব'লে রণজিৎবাবু একতাড়া প্রুফের তলা থেকে একটি কাগজ টেনে বার করলেন।

বিজয়বাবু আর মহিমবাবু একসঙ্গে ব'লে উঠলেন, 'কী? কী ওটা?'

রণজিৎবাবু নিঃশব্দে কাগজটা বিজয়বাবুর হাতে দিলেন। বিজয়বাবু একবার চোখ বুলিয়ে হতাশস্বরে বললেন, 'ও, এই!'

বিজয়বাবুর কাঁধের উপর দিয়ে মহিমবাবুও কাগজটা প'ড়ে নিয়েছিলেন। পরীক্ষিৎবাবুর মনোগ্রাম-করা পুরু শাদা কাগজে একখানা অসমাপ্ত চিঠি, মহিমবাবুকেই লেখা। চিঠিটা এইরকম—'প্রিয় মহিম,

www.BanglaBook.org

তোমার উৎসাহে রাজি হয়েছিলুম, কিন্তু যতই ভাবছি, ততই এই জয়ন্তী ব্যাপারটা আমার খারাপ লাগছে। মন কিছুতেই সায় দিতে চাচ্ছে না। ইচ্ছে হ'চ্ছে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাই—অভিনন্দন মালাচন্দনের নাগালের বাইরে। তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে...'

এইটুকুই। কোনো তারিখ নেই; চিঠি আরম্ভ ক'রে শেষ করেননি, ফেলে দিতেও ভুলে গেছেন!

রণজিৎবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এ আপনার দাদার হাতের লেখা তো?'

'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই!'

মহিমবাবু বললেন, 'কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। এরকম চিঠি আমাকে অন্তত দশখানা লিখেছে, আমার বাড়িতে আসেন তো দেখাতে পারি। জয়ন্তীতে ওঁর একেবারেই মত ছিলো না, আমরা জোর করেই এটা করাচ্ছিলাম।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'চিঠিটা খুব হালের লেখা বলেই মনে হয়। কালকের লেখাও হ'তে পারে। দেখি', ব'লে বিজয়বাবুর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে রণজিৎবাবু আলোর দিকে তুলে ধ'রে দেখলেন, তারপর ভাঁজ ক'রে পকেটে ভ'রে রাখলেন।

মহিমবাবু বললেন, 'হলোই-বা কালকের লেখা! তাতে কী রহস্যের কোনো সমাধান হয়?'

রণজিৎবাবু বললেন, 'তা হতে পারে বই কি! চিঠিটা যে শেষ

www.BanglaBook.org

বিজয়কৃষ্ণ চেঁচিয়ে উঠলেন,—'উপেন, ধরো ওকে, ধরো'...

www.BanglaBook.org

ছায়া কালো-কালো

'তুমি দেখেছো বৃন্দাবনকে ?'

'আমায় যে কাজ করতে হয়, তাতে সকলকেই একটু-আ
য় !'

চঞ্চল 'ওকে চেনো ?' বিজয়কৃষ্ণ এমনভাবে চঞ্চলের
দিকে এবার তা ব্যাপারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে
কাঁপা-গলায় বললেন, 'সন্দেহ করেছেন !

চঞ্চল শান্তভাবে ন না। তবে চেহারা চিনি।'

'কী হয়েছে মানে? নিজে আসবে নাকি এ-কাজ করতে ?
গুপ্ত কে, জানো তো না ? সাহিত্যিক গুণ্ডামিই তো ওর পেশ
হঠাৎ এই 'তুমি পকেটে কি ওঁর কার্ড ছিলো ? আর
বললে, 'তা জানি টা প্রমাণ রেখে যাবে, এমন কাঁচা ছেলেই

'দাদার এত
জানো তো ? যুক্তির কোনো জবাব না-দিয়ে বিজয়কৃষ্ণ
থেকে আজ প 'উঃ, কী ভয়ানক ! কী ভয়ানক ! এখন
গালাগালই না
কিছু ক'রেছে, 'আপাততঃ চলুন গাড়িতে গিয়ে উঠি—তার
এই কুৎসিত হয় একটা ঠিক করা যাবে।'
কাগজ ছিলে ফেলে বিজয়কৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন। দু'জনে রাস্তার দি
দিয়ে এগ য়েছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক শব্দ হ'লো। চম্‌কে তা
ফিরে দেখলে, তাদের সামনে দিয়ে একজন দীর্ঘকায় লোক দৌড়িয়ে
পার হ'য়ে চ'লে গেল। বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চলের হাত অঁ

www.BanglaBook.org

পাঁচ

বেচারা বিজয়বাবু! সাতে নেই, পাঁচে নেই, নিতান্ত ভালোমানুষ, আজ এ কী বিপদেই তিনি পড়েছেন! বেলা ন'টা থেকে 'বাণী-বনে' লোকের পর লোক আসছে। জয়ন্তীর উদ্যোগীরা, পরীক্ষিৎবাবুর সাহিত্যিক ভক্তরা, খবরের কাগজের লোকেরা, কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা—কেউ বাদ নেই! সবাই এসে জানতে চায়, ব্যাপার কী! ব্যাপার কী, তা কি বিজয়বাবুই জানেন! ছোকরার দল আর নড়ে না, তারা প্রাণপণে চেঁচামেচি করছে, আর নিমাইকে ফরমায়েস ক'রে বার-বার চা খাচ্ছে। দু'একজন এমন কথাও বলছে যে, বিজয়বাবুই দাদাকে সরিয়েছেন, হয়তো আরো কিছু খারাপ কাজ করেছেন; কারণ, কে না জানে, পরীক্ষিৎ মজুমদার তাঁর উইলে এই ভাইকেই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন! ঘোরতর কলরব করতে-করতে তারা বলছে—'শিগ-গীর বার ক'রে দিন ওঁকে, নয়তো আপনাকে আস্ত রাখবো না!' নিজের সম্বন্ধে নানারকম বিশেষণ বিজয়বাবুর কানে পৌঁচচ্ছে, যা মোটেই সুশ্রাব্য নয়! ভদ্রলোকের অবস্থা প্রায় কাঁদো-কাঁদো। একে তো এই বিপদ, তার উপর এই অত্যাচার! তিনি ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগ-লেন, দাদা অজ্ঞাতবাস করুন আর না ই করুন, তাঁকে অবিলম্বে কোনো

www.BanglaBook.org

গোপন জায়গায় পালাতে হবে, নয়তো প্রাণেই বাঁচবেন না। এই একা বাড়িতে আজকের দিনটাও যে তিনি কাটাতে পারবেন, এমন মনে হ'লো না!

দুপুরের দিকে নিতান্ত অবসন্ন হ'য়ে তিনি মহিমবাবুকেই ফোন করলেন। এ-বিপদে মহিমবাবু ছাড়া আর বন্ধু কে? মহিমবাবু বাড়িতে ছিলেন না, 'হরকরা'র আপিশে তাঁকে পাওয়া গেলো।

—'দাদা, প্রাণ তো বেরিয়ে গেলো!'

মহিমবাবু বললেন, 'বুঝেছি। আমার আপিশেও সেই অবস্থা। লোকের পরে লোক, ফোনের পরে ফোন। কী আর করবে—সইতেই হবে। আমার ফটোগ্রাফারও গিয়েছিলো, তোমার ছবি তুলে এনেছে।'

'ছবি! ছবি কেন?'

'তুমি কিছুই বোঝো না, বিজয়! "হরকরা"য় ছাপা হবে ছবি—বিকেলে একটা এডিশন বেরুচ্ছে। সমস্ত দেশ খবরের জন্য হাঁ ক'রে রয়েছে, তা তো বোঝো? এখনো আছে লোক?'

'কয়েকটা ছোকরা এখনো ব'সে আছে। আমি আর নীচে নামছি না। এ-বাড়িতেই আমার আর থাকা পোষাবে না।'

'কী যে বলো! এত-বড়ো একজন লোকের ভাই হওয়া কি সোজা কথা! তোমার সঙ্গে দেখা করতে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে কত লোক আসবে—আর তুমি পালিয়ে যাবে—তা কি হয়?'

'ছোঁড়ারা বলছে কি জানেন? দাদাকে নাকি আমিই…'

'ওঃ, ও-রকম কত কথাই বেরুবে, ওতে কান দিলে কি চলে?'

www.BanglaBook.org

'তা ওদের যে-রকম মেজাজ দেখছি, এক সময় হয়তো আমাকে মারধোরই করবে! তাহ'লে?'

মহিমবাবু হেসে বললেন, 'তুমি বড্ড ভীরু, বিজয়, তুমি বড্ড ভীরু!'

'ভীরু বলুন আর যা-ই বলুন, আমার একটুও ভালো লাগছে না আর!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, রাত্তিরে না-হয় চঞ্চলকে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, শোনো—এত লোক যে এসেছিলো, তার মধ্যে উপেন ধরকে দেখেছিলে?'

'কই, না!'

'তবেই তো, দেখেছো? উপেন ধর যদি নির্দোষ হ'তো তাহ'লে নিশ্চয়ই আসতো।'

'তাও তো বটে!'

'উপেন ধর যে আসেনি, তাও তুমি লক্ষ্য করোনি? নাঃ, বিজয়, তোমাকে নিয়ে মুস্কিলেই পড়া গেছে···আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি। যখন যা দরকার, জানিয়ো।'

ফোন রেখে দিয়ে মহিমবাবু কলম তুলে নিলেন। 'হরকরা'র একটা বৈকালিক এডিশন বেরোবে, তার জন্যে একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছিলেন। আজ দিনটা তিনি বড় ব্যস্ত; সকাল থেকে বহু লোক এসেছে আপিশে, সকলের সঙ্গেই দেখা করছেন, দু'চারটা ক'রে কথাও বলতে হয়েছে। সকলের মুখেই উদ্বেগের, দুশ্চিন্তার

www.BanglaBook.org

ছায়া। মফঃস্বল থেকে জয়ন্তীর যে-সব ডেলিগেট এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কিছু উষ্মাও প্রকাশ ক'রে গেছেন। রেল-ভাড়া খরচ ক'রে এসেছেন, হোটেল-খরচা ক'রে আছেন, আর এখন কিনা নাটকের নায়কই উধাও! এ কী কাণ্ড! দেশের লোক নিয়ে তামাসা করা হ'চ্ছে নাকি! মহিমবাবু সকলকেই যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়েছেন. পরামর্শ ক'রে স্থির হয়েছে, কাল সকালের মধ্যে কোনো খবর যদি না পাওয়া যায়, তাহ'লে জয়ন্তীর তারিখ অনির্দিষ্টভাবে পেছিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া আর উপায়ই-বা কী!

মহিমবাবু ব'লে রেখেছিলেন, চঞ্চল আপিশে এলেই যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একটার মিনিট-পাঁচেক পরে চঞ্চল তাঁর কামরায় এসে ঢুকলো। মহিমবাবু তখন প্রবন্ধ শেষ ক'রে সেদিনকার অন্যান্য কাগজগুলোর উপর চোখ বুলোচ্ছিলেন।

'বোসো, চঞ্চল।'

উপরিওলা হিসেবে মহিমবাবু সত্যি ভালো। তাঁর চাকুরেদের সকলকে বসতে বলেন, এমন কি তিনি যখন কোনো কাজে কারো টেবিলের ধারে যান, কেউ যেন উঠে না দাঁড়ায় এই হ'লো এ-আপিশের নিয়ম।

'এটা একটু প'ড়ে ছাখো তো', তাঁর সদ্যলিখিত প্রবন্ধটা এগিয়ে দিলেন চঞ্চলের দিকে।

মিনিটদশেক পরে মুখের সামনে থেকে সেদিনের 'দোর্দণ্ড-প্রতাপ' নামিয়ে বললেন, 'পড়লে?'

www.BanglaBook.org

'পড়লুম !'

'কেমন হয়েছে ?'

'বেশ ভালো।'

'আমাকে খাতির ক'রে বলছো ?'

চঞ্চল লজ্জিত হ'য়ে বললে, 'না না, সত্যি খুব ভালো লীডর হয়েছে। আপনি তাহ'লে মনে করেন, বৃন্দাবন গুপ্তের দলেরই এই কাজ ? এই যে লিখেছেন—"গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যে বিষাক্ত শত্রুতা, যে দুঃসহ নির্যাতন, সাহিত্য-জগতের উপদ্রব-সদৃশ কতিপয় ব্যক্তির কুটিল চক্রান্তপ্রসূত যে লাঞ্ছনা পরীক্ষিৎ-বাবু ভোগ করিয়া আসিতেছেন, আজ বুঝি তাহারই চরম পরিণতি দেখিতে পাইলাম। তাঁহার এই আকস্মিক অন্তর্ধান, যাহা সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে মর্ম-বিদারক, তাহা যদি কাহারও মুখে পাশবিক হাস্য ফুটাইয়া থাকে, সে বা তাহারা শুধু পরীক্ষিৎবাবুরই শত্রু নয়, তাহারা সাহিত্যের শত্রু, সমাজের শত্রু, স্বদেশের শত্রু, তাহাদের পশুত্ব প্রকাশিত ও দণ্ডিত করা প্রত্যেক সত্যপরায়ণ ব্যক্তিরই কর্তব্য।"

নিজের রচনার অংশ শুনে মহিমবাবু গম্ভীর হ'য়ে রইলেন, কিছু বললেন না।

চঞ্চল বললে, 'একটু বেশি কড়া হ'য়ে গেছে না ?'

'কড়া ? তুমি বলছো কি চঞ্চল ? এ তো কিছুই হয়নি। সাংঘাতিক আইন বাঁচিয়ে লিখতে হয় ব'লে, নয়তো দেখতে।'

www.BanglaBook.org

'আপনার কি মনে হয়, বৃন্দাবন গুপ্ত ক্রাইম করতে পারে ?'

'শুধু করতে পারে না, অনেক করেওছে। তুমি সেদিনের ছেলে—তুমি আর ওর কথা কী জানো।'

'তাহ'লে আপনি কি নিশ্চিত জানেন যে, এটা ওরই কাজ ?'

'নিশ্চয় ক'রে কি আর বলা যায় ? তবে হ্যাঁ—কিছু যোগাযোগ থাকা খুবই সম্ভব।'

চঞ্চল উত্তেজিতভাবে বললে, 'তবে তো বৃন্দাবনবাবুকে সকলের আগে অ্যারেষ্ট করা দরকার।'

'তা হয়তো পুলিশ করেওছে এতক্ষণে। ব্যস্ত হোয়ো না বোসো। ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত এক্ষুনি আসবেন—তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন। ততক্ষণ একটু চা খাওয়া যাক্।'

মহিমবাবু প্রায় ঘণ্টায়-ঘণ্টায় চা খান, বাড়ির মতো আপিশেও তাঁর চায়ের সরঞ্জাম সর্বদাই প্রস্তুত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা এলো। চায়ে চুমুক দিয়ে মহিমবাবু বললেন, 'কাল কখন মেস্-এ ফিরলে ?

'কাল আর ফিরলুম কোথায়, আজ সকালে ফিরেছি।'

মহিমবাবু একটু হেসে বললেন, 'বেশ কাজের ছেলে তুমি, চঞ্চল। জীবনে তোমার উন্নতি হবে।'

চঞ্চল লজ্জিত হ'য়ে চায়ের পেয়ালায় নাক ডুবিয়ে রইলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা, এ-ব্যাপারটার তুমি কিছু করতে পারো কিনা ছাখো না।'

'কোন ব্যাপারটা।'

'এই পরীক্ষিতের ব্যাপারটা।'

'চঞ্চল অবাক্ হ'য়ে বললে, 'এর আমি কী করবো ?'

'আমি ভাবছিলুম কী—ব্যাপারটা পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে তো নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।'

'না থেকে উপায়ই-বা কী ?'

'হ্যাঁ, পুলিশ যা করবার তা তো করছেই। কিন্তু তোমাকে সত্যি বলছি, ওদের উপর আমার ঠিক ভরসা হয়না। আমরা নিজেরা কিছু চেষ্টা করলে দোষ কী ? এই ধরো, তুমি। তোমার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, কোনো কাজেই তুমি পেছ-পা নও। ধরো, তুমি যদি এটা নিয়ে উঠে-প'ড়ে লাগো ?'

মহিমবাবুর কথা শুনতে-শুনতে চঞ্চলের মনে বিরাট একটা অ্যাডভেঞ্চারের কল্পনা ফুটে উঠলো। এত-বড়ো একটা রহস্যের সমাধান তাকে দিয়ে হবে এ-কথা ভাবতেই রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো সে। অসম্ভব শোনায়, কিন্তু কে জানে—হয়তো তা-ই হবে। খুব বিনীত সুরে সে বললে, 'আপনি আমাকে কী করতে বলেন ?'

কিন্তু মহিমবাবু এ-প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই একজন বেয়ারা ঢুকে খবর দিলে যে, লালবাজার থেকে ইন্সপেক্টর-সায়েব এসেছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাঁকে আসতে বলো।'

রণজিৎবাবু ঘরে ঢুকতেই মহিমবাবু বললেন, 'এই যে—এই আমার বিখ্যাত সব-এডিটর চঞ্চল নাগ। আর ইনি ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'এই! একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি।'

'ছেলেমানুষ, কিন্তু কাজের মানুষ।'

চঞ্চল মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো। ইন্সপেক্টর তাকে কালকের ঘটনা সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, পকেট থেকে নোট-বই বের ক'রে তার উত্তরগুলো মিলিয়ে নিলেন।

—'ঠিক আছে। তারপর আর কী খবর?'

'খবর তো আপনার কাছে।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'আমাদের নিয়মমাফিক খোঁজ-খবর সবই নিয়েছি। পরীক্ষিৎবাবুর ড্রাইভার যা বলেছে তাতে ভুল নেই।'

'কেন, ড্রাইভারকেও আপনারা সন্দেহ করছিলেন নাকি?'

'যতক্ষণ উল্টোটা প্রমাণিত না হয়, সকলকেই সন্দেহ করতে হয়।'

মহিমবাবু একটু ঠাট্টার সুরেই বললেন, সন্দেহ যত খুশি লোককে করুন, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু কাজ কিছু এগিয়েছে কি?'

'সেন্ট্রাল এভিনিউর এ. বি. সি. গারাজ বলেছে, কাল রাত প্রায় সাড়ে-আটটায় পরীক্ষিৎবাবুর গাড়ির একটা টায়ার তারা

www.BanglaBook.org

বদলে দিয়েছে। ড্রাইভারের সই-করা ভাউচারও দেখালো : গাড়ির ব্রেক-ডাউন হয়েছিলো ইডেন গার্ডেনের সামনে, এ এ বি-র সাহায্য নিয়ে গাড়িটাকে এ. বি. সি. গারাজে নিয়ে যাওয়া হয়—এ এ. বি.-র লোক যা বললো তার সঙ্গে ড্রাইভারের কথায় কোনো গরমিল নেই।'

'তাহ'লে কাঞ্চা সন্দেহমুক্ত হ'লো। তারপর ?'

'তারপর ঐ নিমাই—'

মহিমবাবু দু'হাত শূন্যে তুলে বললেন, 'রক্ষে করুন। নিমাইকে সন্দেহ !'

'লোকটার অত বেশী কান্নাকাটি দেখেই আমার কেমন-কেমন লাগছিলো। কিন্তু ওর বিরুদ্ধেও কোনো এভিডেন্স আছে ব'লে মনে হয় না।'

'বাঁচালেন, মশাই। নিমাইকে সন্দেহ করলে, আমাকেও করতে পারেন !'

এ-সব ঠাট্টা একটুও গায়ে না-মেখে রণজিৎবাবু বলতে লাগলেন, 'তারপর বৃন্দাবন গুপ্তর কথা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কী করলেন ?'

'তাকে অ্যারেষ্ট করেছি।'

'অ্যারেষ্ট করেছেন !'

'হ্যাঁ, করেছি। কিন্তু ক'রে বিশেষ লাভ হবে ব'লে মনে হয় না। অমন দুর্দান্ত লেখক, কিন্তু চেহারা দেখে দয়া হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একে তো ভয়ানক বেঁটে, তার উপর এমন রোগা যে, লোকটা আছে কি নেই অনেক কষ্টে ঠাহর করতে হয়—'

'বলেন কী! আপনিও দেখছি সাহিত্যক হ'য়ে উঠলেন।'

'সাহিত্যিকের পাল্লায় প'ড়ে হয়তো ও-রোগে ধরেছে। কেঁদে-কেটে অস্থির ভদ্রলোক। আমার পায়ে ধরতে বাকি রেখেছেন। "আমি এর কিছুই জানিনে, আমি এর কিছুই জানিনে," কেবল এ-কথা বলেন আর ফোঁসফোঁস কাঁদেন।'

'ভারি মজার ব্যাপার তো।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু মজারই হয়েছিলো। ভিজিটিং কার্ড মিলিয়ে দেখলুম—এটা ওঁরই কার্ড বটে, জাল নয়।'

'না, না, জাল তো নয়ই।'

'জাল যে নয়ই আমরা তা বলবো না, যতক্ষণ প্রমাণ না পাই, তবে আপনার কথা আলাদা। সাহিত্য-জগতের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখেন আপনি।'

মহিমবাবু বিনীতভাবে বললেন, 'না না, সে-রকম কিছু নয়। খবরের কাগজের লাইনে থাকলে নানা লোকের বিষয়ে নানা জিনিস জেনে ফেলতেই হয়, সে-জন্য চেষ্টা করতে হয় না।'

'কার্ডের কথায় বৃন্দাবনবাবু একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। "ও নিশ্চয়ই আমার কোনো শত্রুর কাজ, আমি দশ বছরের মধ্যেও প্রিন্সেপ ঘাটে যাইনি, কাল আটটার সময় আমি সিনেমায় ছিলুম—এই দেখুন টিকেটের কাউন্টার-ফয়ল।"'

www.BanglaBook.org

'তা উনি নিজে গিয়েছিলেন তা তো কেউ বলছে না। লোক লাগিয়েছিলেন। এবং সে-লোক সম্ভবত উপেন ধর।'

'বাঃ, আপনি দেখছি সমস্ত জিনিসটাই চমৎকার ভেবে রেখেছেন।'

মহিমবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি ডিটেক্‌টিভ নই, কমন-সেন্স থেকে বলছি। চঞ্চলকে জিজ্ঞেস করুন না, উপেন ধরকে ওরা দেখেছিলো কিনা।'

'হ্যাঁ, সে-কথা তো শুনেছি। যা-ই হোক্, বৃন্দাবনবাবুকে তো হাজতে এনে রেখেছি। কষ্টই হ'চ্ছে ভদ্রলোকের জন্য।'

'আপনারা পুলিশের লোক, আপনাদের ব'লে দেয়া বাহুল্য যে, অনেক ডেঞ্জেরাস ক্রিমিনাল দেখতে ও-রকম হাবাগোবা গোবেচারা হয়।'

'তা ঠিক, চেহারা দেখে ক্রিমিনাল চিনতে পারলে তো আর কথাই ছিলো না। তবে এভিডেন্স হিসেবে একটা ভিজিটিং কার্ড অবশ্য কিছুই নয়। যে-কোনো লোকের কার্ড খুব সহজেই যোগাড় করা যায়, তারপর জায়গা বুঝে ফেলে রাখলেই হ'লো।'

'ঠিক ঐ তারিখে ঐ জায়গায় এত লোক থাকতে, বৃন্দাবন গুপ্তেরই কার্ড কে ওখানে ফেলে রাখতে যাবে? আর তার উদ্দেশ্যই বা কী হ'তে পারে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রণজিৎবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে বইকি। সে-জন্যই তো অ্যারেষ্ট করা হ'লো। কিন্তু দু'চারদিনের মধ্যে আরো এভিডেন্স যদি না পাওয়া যায় তবে বোধহয় ছেড়েই দিতে হবে।'

'চেষ্টা করলে এভিডেন্সের অভাব হবে ব'লে মনে হয় না।'

'চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কিন্তু আসল লোকটিকেই ধরা গেলো না, মহিমবাবু।'

'কে সে?'

'উপেন ধর। তার হোটেলের ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে দেখলুম, কাল থেকে সেও ফেরার। নানা জায়গায় খোঁজা হ'লো, লোকটার পাত্তাই নেই।'

মহিমবাবু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'তাহ'লে উপেনবাবুর উপর খুব গভীরভাবেই সন্দেহ পড়ছে। কিন্তু ও পালাবে কোথায়? ওকে পাকড়াও করতে হবে, রণজিৎবাবু।'

'অনেকগুলো চর তো লাগিয়ে দিয়েছি—তার নানা জায়গার রেলোয়ে পুলিশও খবর পেয়ে গেছে। লুকিয়ে তাকে থাকতে হবে না।'

'না না, উপেন ধরকে চাই-ই। বৃন্দাবন অতি ঘোড়েল লোক, তার কাছ থেকে কিছু বের করা শক্ত হবে, কিন্তু উপেনটা একটা ল্যাগ্‌বেগে সং, ওকে দুই ধমক দিলেই সব বেরিয়ে আসবে। আঃ, পালিয়ে গেল লোকটা!'

www.BanglaBook.org

'উপেন ধরের খোঁজে লালবিহারী মালাকারের ওখানেও গিয়েছিলুম।'

'গিয়েছিলেন? বেশ করেছিলেন। তবে লালবিহারীবাবুর সঙ্গে উপেন ধরের কোনো যোগাযোগ এখন আর নেই। আলাদা কোম্পানি করেছে, তা-ই নিয়েই ঘোরাঘুরি করছিলো। তা, লালবিহারীবাবু কিছু বললেন?'

'বললেন—তিনি যে পুরস্কার ঘোষণা করছেন, তার টাকাটা আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন, যদি তাতে কোনো কাজ হয়।'

'আহা··এ-কাজ সবাই নিজের গরজেই করবে, এর জন্য কি আর পুরস্কার ঘোষণার দরকার করে। তবে দেশে এত বড়লোক থাকতে, ওঁরই এ-দিকে মন গেলো—লোকটি মহদাশয় বটে।'

'সুন্দর বাড়িটি লালবিহারীবাবুর। পয়সা যেমন আছে, ভোগ করতেও জানে। বাড়ির গৃহ-প্রবেশের সময় আপনার কাগজে ছবি দেখেছিলুম, আজ আসল বাড়িটি দেখে চোখ ধন্য হ'লো।'

মহিমবাবু হেসে বললেন, 'ব্যবসা ছাড়া কোনোদিকেই লালবিহারীবাবুর মন ছিলো না। এখন যে সাহিত্যে-টাহিত্যে একটু-আধটু উৎসাহ হয়েছে তার কারণ আমিই। পরীক্ষিৎকে দু'একদিন নিয়েও গিয়েছি তাঁর বাড়িতে। এ-সব কারণেই এ-ব্যাপারে তাঁর এতখানি গরজ দেখছেন।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তা-ই দেখছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছয়

ইন্সপেক্টরবাবুর কথা চঞ্চল যতই শুনছিলো ততই হতাশ হচ্ছিলো। এর বেশি কি সামন্ত সায়েবের কিছুই বলবার নেই? এ যে নেহাৎ ধরা-বাঁধা মামুলি কথাবার্তা, এর মধ্যে সেই চমক কোথায়, গল্পের ডিটেকটিভদের কার্য্যকলাপে পদে-পদেই যা পাওয়া যায়? সে লক্ষ্য করলো যে, মহিমবাবু যা-যা বলেছেন, তারই উপর নির্ভর ক'রে ইন্সপেক্টরবাবু কাজ ক'রে যাচ্ছেন, এর বাইরে কিছুই বোধহয় তিনি ভাবতে পারেননি। মনে হয়, মহিমবাবুর পরামর্শ নিতেই যেন এসেছেন, মহিমবাবুর মুখের দিকে কেমন দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থাকেন, ছাত্রের মতো তাঁর কথা শোনেন।

এ থেকে চঞ্চলের মনে দুটো ধারণা হ'লো। প্রথমত, অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন মহিমবাবু সম্বন্ধে তার মন গর্বে ভ'রে উঠলো; দ্বিতীয়, পুলিশকে ডিঙিয়ে, সমস্ত দেশের লোককে অবাক ক'রে দিয়ে এ-রহস্যের সমাধান হয়তো সে-ই করতে পারবে, এমন একটা অসম্ভব দুরাশা প্রবল হ'য়ে উঠলো তার

www.BanglaBook.org

মনে। কী ক'রে কী করবে কিছুই জানে না, শুধু একটা অস্পষ্ট উদ্যমের প্রেরণায় ভিতরে-ভিতরে উত্তেজিত হ'য়ে উঠতে লাগলো।

রণজিৎবাবু বললেন, 'আপনার সময় আর নষ্ট করবো না —এখন উঠি।'

মহিমবাবু অমায়িকভাবে বললেন, 'বসুন আর দুটো মিনিট।'

'আপনি নিশ্চয়ই ব্যস্ত—আজ আবার বিকেলে আপনার কাগজ বেরোবে।'

'ব্যস্ত আমি সব সময়েই, কিন্তু আপনি তো আজ আমার চেয়েও ব্যস্ত। এত-বড়ো একটা কেস্ হাতে।'

'চট ক'রে কিছু হবে ব'লে মনে হয় না—আমার তাড়া নেই।' রণজিৎবাবুর হাতের কাছে সেদিনের 'দোর্দণ্ডপ্রতাপ' প'ড়ে ছিলো; সেখানা তুলে নিয়ে বললেন, 'কী লিখেছে আজকের দোর্দণ্ডপ্রতাপ'' ?

'দ্যাখেন্‌নি ?'

'না। সকাল থেকে তো ঘুরছিই।'

'দেখুন, দেখুন, ভারি মজার। তৃতীয় পৃষ্ঠার পঞ্চম কলম দেখুন।'

'ওঃ, আপনার দেখছি মুখস্থ', ব'লে রণজিৎবাবু নির্দেশমতো পাতা ওল্টালেন।

'যার যা কাজ। তাছাড়া আমার স্মরণশক্তি একটু ভালোই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দোর্দণ্ডপ্রতাপ' পরীক্ষিৎ-জয়ন্তীর উদ্যোক্তাদের তীব্র সমলোচনা ক'রে লিখেছে যে, পরীক্ষিৎবাবুর মতো শান্তিপ্রিয় মানুষকে নিয়ে এই হৈ-চৈ করতে গিয়েই কাণ্ডটা হ'লো। তিনি নিশ্চয়ই এটা এড়াবার জন্যেই গৃহত্যাগী হয়েছেন, হয়তো সন্ন্যাসী হয়েছেন, হয়তো বিদেশে পালিয়েছেন। "আমরা যে প্রথম হইতেই এই অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলাম তাহার যৌক্তিকতা কি এখন প্রমাণ হইল না?" শেষে লিখেছে যে, এই জয়ন্তী অবিলম্বে বাতিল ক'রে দেয়া হোক্, পরীক্ষিৎ-ভক্তরা ঘোষণা করুক যে, এ-রকম অনুষ্ঠানের কল্পনা তারা আর কখনো মনে স্থান দেবে না, তাহ'লে মজুমদারমশাই নিজে থেকেই হয়তো ফিরে আসবেন, পুলিশের সাহায্য কি পুরস্কার-ঘোষণা কিছুই দরকার হবে না।

রণজিৎবাবু প'ড়ে বললেন, 'হুঁ'।

'কেমন বুঝলেন?'

'প্যারাগ্রাফটা বোধহয় আমাদের বৃন্দাবনবাবুর লেখা। বেচারা! এখন হাজতে ব'সে হাত কামড়াচ্ছে। বড়ো কষ্ট হ'চ্ছে ভদ্রলোকের জন্যে, ওঁকে ছেড়েই দিতে হবে।'

মহিমবাবু বললেন, 'আপনার মতো দয়াশীল লোক পুলিশের মধ্যে খুবই কম, এ-কথা বলতেই হয়। আচ্ছা, প্যারাগ্রাফটা প'ড়ে আপনার কী মনে হ'লো?'

'লেখাটা বড়োই মোটা রকমের। যেন ওঁরাই পরীক্ষিৎবাবুকে

www.BanglaBook.org

সরিয়েছেন, জয়ন্তী বন্ধ ক'রে দিলেই বার ক'রে দেবেন, এ-রকম একটা ভাব আছে বটে !'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছিলো। আপনার মতো সতর্ক অফিসার না হ'লে হয়তো শুধু বৃন্দাবনকে নয়, "দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র স্বত্বাধিকারীকেও এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলতো। ভারি-কাঁচা হয়েছে লেখাটা।'

'তা, আমাদের সতর্কতা মানেই চারিদিকে চোখ-কান খোলা রাখা। আপনাকে তো বলেছি—সকলকেই আমরা সন্দেহ করি, যতক্ষণ উল্টোটা প্রমাণিত না হয়।'

'শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে পরীক্ষিতের কিছুদিন আগে একটা মামলাও হ'য়ে যায় তা তো জানেন ?'

'শশাঙ্কবাবু কে ?'

'শশাঙ্ক বক্সি—"দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র প্রোপ্রাইটর।'

'কি নিয়ে মামলা ?'

'ওর একটা গ্রন্থাবলী ওরা পাব্লিশ করেছিলো, রয়্যালটি ঠিক তো দিচ্ছিলো না। হাইকোর্টে পরীক্ষিতের জিৎ হয়।'

'এখন ওঁর পাব্লিশর কে বলতে পারেন ?'

'নব-সাহিত্য-ভবন নামে একটা নতুন ফর্ম। যদ্দুর জানি, ওর নতুন বই, নতুন এডিশন আর গ্রন্থাবলী ইত্যাদি সবই এখন থেকে নব-সাহিত্যই বার করবে। কনট্রাক্ট হ'য়ে গেছে।'

'ফর্মটা কার ?'

www.BanglaBook.org

'একটা লিমিটেড কোম্পানি—ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জয়রাম শীল।'

'কী নাম বললেন?'

'জয়রাম শীল।'

'তাহ'লে "দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র গাত্রদাহ হবার নানরকম কারণই আছে দেখছি।'

'তা আছে। অবশ্য প্রমাণ না-পেলে বলা শক্ত, কিন্তু আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে যে, এ-রহস্যের চাবি—মাণিকতলা অঞ্চলেই আছে।' (মাণিকতলায় "দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র আপিশ।)

'সেই তো আমাদের মুশকিল মহিমবাবু, প্রমাণ না পেলে কিছুই করবার উপায় নেই। আস্তে-আস্তে, অতি সাবধানে এগোতে হয়।'

'আপনারা তো আস্তে-আস্তে এগোচ্ছেন, এদিকে নানারকম আজগুবি গুজবে শহরে তো কান পাতা যায় না। এ-পর্যন্ত ক'টা থিওরি হয়েছে, জানেন?'

রণজিৎবাবু বললেন, 'আমি যদ্দুর জানি, সাতটার বেশি নয়। যথা: এক নম্বর—শান্তিপ্রিয় পরীক্ষিৎবাবু জয়ন্তীর ভয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন—'

মহিমবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'এ থিওরি তো আপনার মগজেই প্রথম গজায়। জাপানি-জাহাজের কথা কথা মনে আছে?'

www.BanglaBook.org

এ-কথার কোনো জবাব না দিয়ে রণজিৎবাবু বললেন, 'দুই নম্বর—পরীক্ষিৎবাবুর হঠাৎ স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে; তিনি যে কে, সে-কথাটাই মনে করতে পারছেন না, হয়তো এতক্ষণে খিদিরপুর ডকে কি ঝরিয়ার কয়লা-খনিতে কুলিগিরিতে ভর্তি হয়েছেন!'

'বাঃ, চমৎকার থিওরি তো! তারপর?'

'তিন নম্বর—তিনি পাগল হ'য়ে গেছেন।'

'তা তো বুঝলাম—কিন্তু কোথায় গেছেন সেটাই তো প্রশ্ন।

'চার নম্বর—তিনি আত্মহত্যা করেছেন, কিংবা তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

'একেবারে গুম খুন! মৃতদেহ সুদ্ধু হাওয়া হ'য়ে গেলো!'

'পাঁচ নম্বর—টাকা আদায় করবার ফিকিরে গুণ্ডার দল তাঁকে সরিয়েছে। ছয় নম্বর—তাঁর সাহিত্যিক-শত্রুরাই এটা ঘটিয়েছে, জয়ন্তী-কাণ্ড লণ্ডভণ্ড করবার জন্য।'

'এই শেষেরটাই সম্ভব ব'লে আমার মনে হয়।'

'এটা তো বলতে গেলে, আপনারই থিওরি। এ-পর্যন্ত সন্দেহের জোরটাও এদিকেই পড়েছে। যাই হোক্, আরো একটা আছে, সেটা আপনি শুনেছেন কিনা জানি না। সাত নম্বর—এটা বিজয়কৃষ্ণবাবুরই কারসাজি, কারণ দাদার অনুপস্থিতিতে সম্পত্তি-টম্পত্তি সব তাঁরই।'

কথাটা শুনে মহিমবাবু হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।—'এ-

www.BanglaBook.org

রকম একটা থিওরি হয়েছে নাকি? তাহ'লে আট নম্বর থিওরি আমি বলছি শুনুন, পরীক্ষিৎবাবুকে—মহিম চাটুয্যেই সরিয়েছে

রণজিৎবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'হাসির কথা নয়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, অল্পদিন আগেই পরীক্ষিৎবাবু উইল করেছেন, তাতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ভাইকেই ক'রে গেছেন। মানুষের কখন কী মনে হয় তা তো বলা যায় না।'

মহিমবাবু একটা বেল টিপলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বেয়ারা এলো। তার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, 'টাইপ।' তারপর রণজিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কি সত্যি-সত্যি মনে হয় যে বিজয়—'

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হ'তে পারলো না। গুড়ুম ক'রে একটা শব্দ হ'লো, বারুদের গন্ধে ঘর গেলো ভ'রে, আর মহিমবাবুর কামরার কাঠের পার্টিশনের একটা অংশ হঠাৎ চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেলো।

সমস্ত আপিশে হুলুস্থুল, ছুটে এলো বেয়ারা দরোয়ান কেরানি যে যেখানে ছিলো; রণজিৎবাবু রাস্তায় দুজন কনেষ্টবল দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলেন, তারাও এলো। কিন্তু মহিমবাবুর হ'লো কী। তাঁর জন্যে অবশ্য বেশি খোঁজা-খুঁজি করতে হ'লো না, চঞ্চল তাঁকে টেনে বার করলে টেবিলের তলা থেকে কাঁপতে-কাঁপতে চেয়ারে ব'সে প'ড়ে তিনি শুধু বললেন, 'উঃ!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছাড়ছিনে। আমাকে একটু বেরুতে হ'চ্ছে। তুমি বসবে?'

বিজয়কৃষ্ণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে বললেন, 'আমি বাড়ি ফিরে যাই।'

'বাড়িতে ভালো না-লাগলে বরং আমার সঙ্গেই চলো।'

'তাই চলুন।'

আট

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মহিমবাবু আপিশে ফিরে এলেন, বিজয়বাবুকে অনেকটা শান্ত ক'রে রেখে এলেন তাঁর বাড়িতেই। নিজের বাড়ির বিরাট বোবা শূন্যতা থেকে পালাতে পেরে বিজয়বাবু যেন একটু আরাম বোধ করলেন।

আপিশে এসেই মহিমবাবু ডেকে পাঠালেন চঞ্চলকে।

'নিউজ লিখে দিয়েছো?'

'দিয়েছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাগজ বেরিয়ে যাবে। হকাররা এখন থেকেই আসছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। খুব ডিমাণ্ড হয়েছে।'

'হ্যাঁ, শহরের সবাই ব্যস্ত হ'য়ে আছে তো। শোনো চঞ্চল, তোমাকে এখন ডায়মণ্ডহার্বরে পাঠাতে চাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চঞ্চল চুপ ক'রে রইলো।

'পারবে তো ?'

'পারবো না কেন ?'

'ভয় পাবে না ?'

চঞ্চল দৃঢ়স্বরে বললে, 'না। কী করতে হবে বলুন।'

'এক্ষুণি চ'লে যাও শেয়ালদা। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে ডায়মণ্ডহার্বর। বাড়িটা খুঁজে বের করতে আশা করি তোমার কষ্ট হবে না। যতক্ষণ দিনের আলো থাকবে, কাছাকাছি ঘোরা ঘুরি করবে—নজর রাখবে কে ঢুকছে আর কে বেরুচ্ছে সন্ধ্যের পরে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তোমার আসল কাজ শুরু। কৃষ্ণপক্ষের রাত আছে, সুবিধেই হবে।'

'সুবিধে পেলে, বাড়িটার ভিতরেই যাবো।'

'তা যদি যেতে পারো তবে তো ভালোই। কিন্তু খুব সাবধান। ওরা লোক ভালো নয়, রিভলভর-টিভলভরও আছে। যদি শুধু এইটেই জেনে আসতে পারো যে, পরীক্ষিৎ সত্যি ওখানে আছে, তাহ'লেই অনেকখানি হ'লো। দুঃসাহস কোরো না, বুঝেসুঝে চোলো। যদি জানতে পাও যে পরীক্ষিৎ ওখানে আছে, তাহ'লেই তোমার কাজ শেষ হ'লো। আর কিছু করবার চেষ্টা কোরো না। তারপর ডাকবাংলোয় গিয়ে ঘুমিয়ো কি কলকাতায় ফিরে এসো, যদি ট্রেন পাও। আর একটা ফোন কোরো আমার বাড়িয় নম্বরে। আমাকে না পেলেও, বিজয়কে পাবে।'

www.BanglaBook.org

'আপনি কি আজ রাত্রে বাড়ি থাকবেন না ?'

'আমার আজ রাত্রে অনেক কাজ, চঞ্চল, কখন কোথায় থাকি, ঠিক নেই। এ-হাঙ্গামা চুকে গেলে যা একচোট ঘুমিয়ে নেবো !'

'রাত্তিরে এত কম ঘুমিয়ে আপনি কী ক'রে পারেন ! আশ্চর্য !'

'সবই অভ্যেস ! তাহ'লে আর দেরী কোরো না। এই নাও, ব'লে মহিমবাবু পকেট থেকে ব্যাগ বের ক'রে দু'টো শটাকার নোট চঞ্চলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'এত টাকা দিয়ে কী হবে ?'

'রাখো সঙ্গে, যদি লাগে। আমার মনে হয়, পুলিশের লোকও আজ রাত্রেই যাবে ওখানে। দেখো, তারা যেন আবার তোমাকে শত্রুপক্ষের ব'লে সন্দেহ না করে ! যতটা পারো তাদের সাহায্য কোরো।'

'আপনার কি মনে হয়...'

'এখন আর মনে হওয়া না-হওয়ার সময় নেই। পনেরো মিনিটের মধ্যেই একটা গাড়ি আছে। তুমি বেরিয়ে পড়ো।'

শেয়ালদা সাউথ স্টেশনে টিকিট কিনে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে চঞ্চল দেখলো, গাড়ি ছাড়তে তখনো মিনিটপাঁচেক বাকি ! ভিড়ের মধ্যে এমন একটা গাড়ি খুঁজে বের ক'রে সে উঠে বসলো। কী এক অদ্ভুত উদ্দেশ্য নিয়ে সে চলেছে ! কে জানে হয়তো

www.BanglaBook.org

কোনো বিপদেই পড়বে, কে জানে হয়তো চিঠিটাই জা একদম ঠ'কে ফিরে আসবে। তার বুকের ভিতরটা ঈষৎ দুর্-দু করতে লাগলো—না জানি কী হয়!

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রায় প্ল্যাটফর্মের বাইরে চ'লে এসে পাশের কামরা থেকে একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠলো। চঞ্চল মু বাড়িয়ে দেখলো, একটা লোক চলতিট্রেনে উঠতে গিয়ে প্র প'ড়ে যাচ্ছিলো। এখনো লম্বা দুটো ঠ্যাং বাইরে ঝুলে আছে কিন্তু একটু পরেই ভিতরের লোকরা তাকে টেনে তুললো, গা ছুটলো বেগে। চঞ্চল লোকটার মুখ দেখতে পেলো না, দেখতে পেলে খুশি হ'তো। কেমন একটা সন্দেহ তার মনে খচ্‌খ্‌ করতে লাগলো, লোকটা তারই পিছু নেয়নি তো? প্রত্যে স্টেশনে সে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলো, পাশের কামরা থেকে কে কে নামলো। কখনো মনে হয়, সে-লোকটা নেমে গেলে কখনো মনে হয়, উল্টোটা। কখনো আবার মনে হয়, বাজে ক ভেবে সময় নষ্ট করছে, ও-সব কিছুই নয়। এই-রকম মনে অবস্থায় সন্ধ্যের একটু আগে সে ডায়মণ্ডহার্বর এসে পৌঁছলো গাড়ি স্টেশনে আসতেই সে লাফ দিয়ে পড়লো প্ল্যাটফ পাশের কামরা থেকে বিশেষ-কেউ নামে কি না সেটা লক্ষ ক'রে দেখবে এইরকম তার মৎলব। কিন্তু মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম ভি ভ'রে উঠলো, তার ভিতরে কাউকে আলাদা ক'রে লক্ষ্য ক সম্ভব হ'লো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছায়া কালো-কালো

ডায়মণ্ডহার্বারে সে আগেও এসেছে, পথঘাট মোটামুটি জানে। স্টেশনে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিলো, তারপর বেরিয়ে এসে নদীর দিকের রাস্তা ধরলো। একটু হাঁটে আর এদিক-ওদিক তাকায়—কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা। ছোটো মফঃস্বল শহরের রাস্তায় বেশি লোক নেই, এর মধ্যে কেউ যে লুকিয়ে কারো পিছু নেবে সেটা সম্ভব নয়। চঞ্চলের সন্দেহ রইলো না যে, এটা তার ভুল মাত্র।

নদীর ধার ধ'রে ঘোরাঘুরি করতে-করতে শহরের খানিকটা বাইরে মস্ত পুরোনো একটা বাড়ির কাছে সে এসে দাঁড়ালো। দেখে সন্দেহ রইলো না যে, এই সেই বাড়ি। পাঁচিল-ঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ি, কম্পাউণ্ডে অনেক বড়ো-বড়ো গাছ ছায়া রচনা করেছে, দোতলার সব জানলা বন্ধ, একতলাটা রাস্তা থেকে ভালো ক'রে দেখা যায় না। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না এখানে কোনো মানুষ আছে বা কোনোকালে থেকেছে। হয়তো কোম্পানির আমলে কোনো সৌখিন সাহেব নদীর ধারে বাড়িটি করেছিলো, এখন কালের কবলে প'ড়ে এই দশা হয়েছে।

চঞ্চল বাড়িটির চারদিক ঘুরে একবার দেখলো, তারপর নদীর ধারে ঘাসের উপর ব'সে ভাবতে লাগলো, এখন কী করা।

জায়গাটি এমনিতেই নির্জন, তার উপর সন্ধ্যে হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দূর থেকে শেয়াল ডেকে উঠলো, নদীর জলের ছলছল

www.BanglaBook.org

শব্দ যেন বেড়ে উঠলো, হাওয়া হু-হু ক'রে ফিরতে লাগলো। দেখতে-দেখতে আকাশ ভ'রে তারা ফুটলো আর কালো অন্ধকারে জোনাকি উঠলো জ্বলে।

তখন চঞ্চল আস্তে-আস্তে উঠে বাড়িটার ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভাঙা ফটক হাঁ ক'রে খুলে আছে, ঢুকতে বাধা নেই। চঞ্চল ঢুকলো, ঢুকেই একটু থমকে দাঁড়ালো। মনে হ'লো বাড়িটার ভিতর থেকে মানুষের গলার চাপা আওয়াজ যেন আসছে। কোথায় কোন ঘরে একটা আলো জ্বলে উঠেই যেন নিবে গেলো। না কি এ-সব তার মনের ভুল? চোখের ভুল? না, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ। চঞ্চলের গলা যেন বুঁজে আসতে চাইলো, কিন্তু জোর ক'রে সমস্ত ভয়ের ভাব মন থেকে তাড়িয়ে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো, উঠলো এসে একতলার বারান্দায়।

এখন কোন্‌দিকে যাবে?

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। চঞ্চলের পকেটে ছোটো একটা টর্চ আছে বটে, কিন্তু সেটা তার জ্বালতে সাহস হ'লো না। সবচেয়ে ভালো হবে তার পক্ষে কোনোখানে লুকিয়ে থাকা। নিজে গোপন থেকে এখানকার সব ব্যাপার দেখে নেবার চেষ্টাই তাকে করতে হবে। বেশি ভাববার সময় নেই, হাতের কাছে একটা দরজা ছিলো খোলা, ধা ক'রে ঢুকে পড়লো। বহুদিনের পুরোনো অব্যবহৃত ঘরে একটা ভ্যাপসা গন্ধে তার

www.BanglaBook.org

মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠলো। চোখে যখন অন্ধকার স'য়ে গেলো, দেখতে পেলো, কয়েকটা ভাঙা চেয়ার-টেয়ারও আছে ঘরে। পা টিপে-টিপে গিয়ে বসলো তারই একটায়, চেয়ারটা ক্যাঁ কোঁ ক'রে উঠলো। মাথার উপর দিয়ে চামচিকে গেলো উড়ে, মেঝেয় আরশোল্া-ইঁদুরের দুদ্দাড় ছুটোছুটি। তারই মধ্যে ব'সে চঞ্চল অপেক্ষা করতে লাগলো।

সময় আর কাটে না। বাড়িটার নানা অংশ থেকে নানারকম শব্দ আসতে লাগলো, তবে হয়তো সে-সব এমনি-এমনিই হ'চ্ছে। পুরোনো পোড়ো বাড়িতে কত রকম শব্দ হয় তার কি অন্ত আছে! কিন্তু মানুষ যে এখানে আছে, সে-সন্দেহ তার মন থেকে কিছুতেই গেলো না। পরীক্ষিৎবাবু কোন্ ঘরে? সে উঠবে নাকি? দেখবে নাকি সমস্ত বাড়ি খুঁজে? মহিমবাবুর উপদেশ মনে পড়লো—দুঃসাহস কোরো না। এদিকে রণজিৎবাবুই-বা কী করছেন? তিনি তাঁর দলবল নিয়ে তো এখন চ'লে এলেই পারেন। না কি তিনি আসবেনই না?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়

কতক্ষণ এ-ভাবে কাটলো কে জানে, হঠাৎ চঞ্চল লক্ষ্য করলো, বারান্দায় অন্ধকারে একটা মূর্তি ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো; লম্বা একটা ছায়া যেন স্তব্ধ হ'য়ে তাকেই লক্ষ্য করছে। মুহূর্তের জন্য চঞ্চলের গা ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, কিন্তু এখন ভয় পেলে চলবে না, এখনই মাথা ঠাণ্ডা রাখবার সময়। চঞ্চল আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ছায়ামূর্তি তবু সরলো না, নড়লো না! চঞ্চল একটু-একটু ক'রে এগোতে লাগলো, তারপর যেই দরজার কাছে এসেছে, মূর্তিটা এক লাফে নামলো বারান্দা থেকে মাটিতে। সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চলও দৌড় দিলে, পকেট থেকে টর্চ বের ক'রে জ্বালাতেই যা দেখলো, মনে-মনে তা দেখতেই হয়তো আশা করেছিলো, তবু সত্যি-সত্যি যখন তা-ই দেখলো তার সমস্ত শরীরে যেন চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেলো।

সেই অন্ধকারে টর্চের আলো ফেললো কাকে? ফুটে উঠলো উপেন ধরের দীর্ঘ মূর্তি, তার মুখে হিংস্র কুটিল হাসি।

www.BanglaBook.org

অবাক হবার সময় চঞ্চল বেশি পেলো না. এক লাফে সেও নামলো মাটিতে. কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই তার মাথার উপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি নামলো. টর্চ খ'সে প'ড়ে গেলো মাটিতে. ভোঁ ক'রে উঠলো মাথা। সেটা হয়তো সামলে উঠতে পারতো, কিন্তু তার পরেই পর-পর কয়েকটা বজ্রমুষ্টির আঘাত তাকে যেন একেবারে গুঁড়ো ক'রে দিলো। শেষটায় বুকের উপর এমন এক কিল খেলো যে, দম বন্ধ হ'য়ে উবু হ'য়ে ব'সে পড়লো মাটিতে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে উপেন ধর দিলে দৌড়।

পালাচ্ছে, লোকটা পালাচ্ছে। হাঁটুর উপর বুক চেপে চঞ্চল মিনিটখানেক ব'সে রইলো, কিন্তু তক্ষুণি আবার টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালো। উঃ, লোকটা জোয়ান বটে। জু-জুৎসুর প্যাঁচ চঞ্চলের জানা ছিলো, গায়ে জোরও তার মন্দ নেই, কিন্তু কিছু করতে পারলে না, শুধু প'ড়ে-প'ড়ে মার খেলো। কিন্তু পালাতে সে দেবে না ওকে, কিছুতেই না। কষ্টে নিঃশ্বাস পড়ছিলো, তবু দৌড় দিলে উপেন ধর যেদিকে গেছে সেটা আন্দাজ ক'রে। ঐ রাস্তায় একটা মোটর দাঁড়িয়ে না? উপেন ধর লাফিয়ে উঠলো গাড়িতে, এঞ্জিন গাঁ-গাঁ ক'রে উঠলো। চঞ্চল ছুটলো প্রাণপণে, গাড়ি যেই চলতে সুরু করেছে, উঠলো ফুটবোর্ডে, তারপর মাথা গলিয়ে ভিতরে ঢুকে ব'সে পড়লো পিছনের সীটে। হাওয়ার বেগে গাড়ি ছুটলো।

গাড়ি চালাচ্ছে, উপেন ধরই। কোথায় যাচ্ছে চঞ্চল জানে না। হয়তো এই ছোটো বিপদ থেকে আরো বড়ো বিপদের দিকে সে

www.BanglaBook.org

যাচ্ছে। এখন সে বুঝতে পারলো, উপেন ধরই শেয়ালদা থেকে তার পিছু নিয়েছিলো, তার আগেই এ-বাড়িতে এসে ছিলো লুকিয়ে। কিন্তু এই গাড়িটা এলো কোত্থেকে? আর পরীক্ষিৎবাবুই-বা কোথায়? যদি তিনি এখানে না-ই থাকবেন, তাহ'লে উপেন ধরের কী দরকার ছিলো তার পিছু নিয়ে এখানে আসবার? আর তিনি যদি এখানেই, তাহ'লে তো উপেন ধরের এখান থেকে পালিয়ে যাবার কথা নয়। যাই হোক্, চঞ্চল মনে-মনে ভাবলে, সে যে গাড়িটায় চ'ড়ে বসতে পেরেছে এটাই মস্ত লাভের কথা, কারণ, এ-রহস্যের সমাধান যে উপেন ধরের সূত্রেই হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কোথায় যাচ্ছে উপেন ধর? কে জানে! গাড়ি এমনভাবে ছুটেছে যেন একেবারে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়ে থামবে।

খানিক পরে গাড়ির বেগ একটু কমিয়ে উপেন ধর পিছনে তাকিয়ে বললে, 'ভালো চাও তো নেমে যাও গাড়ি থেকে।'

চঞ্চল জবাব দিলে, 'পারো তো জোর ক'রে নামিয়ে দাও।'

'সেটা ইচ্ছে করলেই পারি তা জানো?'

চঞ্চল বললে, 'ছাখো না চেষ্টা ক'রে।'

আশ্চর্যের বিষয়, উপেন ধর অনেকবার শাসালে বটে, কিন্তু তাকে জোর ক'রে নামিয়ে দেবার চেষ্টা একবারও করলো না। ইচ্ছে করলেই যে সে তা পারে, তার কিলঘুষির সঙ্গে পরিচিত হবার পর চঞ্চলের তাতে সন্দেহ নেই। উপেন ধর একটু পরপরই পিছনের দিকে তাকাচ্ছিলো, আর বিড়বিড় ক'রে নিজের মনে কী বলছিলো—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চঞ্চল ভাবছিলো যে, সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখছে আর তার উদ্দেশেই গালাগাল দিচ্ছে—কিন্তু খানিক পরে কেমন সন্দেহ হওয়ায় সেও পিছনের দিকে তাকালো। দেখলো, আর-একটি গাড়ি তাদের পিছন-পিছন আসছে।

ডায়মণ্ডহার্বরের রাস্তায় বেশি রাত্রেও গাড়ির চলাচল কিছু আশ্চর্য নয়, কিন্তু খানিকক্ষণ লক্ষ্য করবার পর চঞ্চলের সন্দেহমাত্র রইলো না যে, অন্য গাড়িটা ঠিক তাদেরই পিছু নিয়েছে। নিঃশব্দে, মাঝখানকার দূরত্ব সমান রেখে গাড়িটা আসছে; উপেন ধর স্পীড বাড়ালে সেটারও বাড়ে, কমালে সেটারও কমে। বার-বার পিছনে তাকিয়ে উপেন ধর ঐ গাড়িটাকেই তাহ'লে দেখছে, তাকে নয়?

ঐ গাড়িতে কে?

সে যা-ই হোক, উপেন ধর যে তাকে পছন্দ করে না, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটিয়ে সে চলেছে কোথায়? একটা অ্যাক্সিডেণ্ট না করে! দেখতে-দেখতে কলকাতা এসে পড়লো, সার্কুলার রোড ধ'রে গাড়ি সোজা চলেছে উত্তরে। অন্য গাড়িখানা ঠিক পিছন-পিছন আসছে। চঞ্চল এতক্ষণে বুঝতে পারলে যে, উপেন ধর যে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছে না, তার কারণ ঐ পিছনের গাড়িই। তাকে জোর ক'রে নামাতে হ'লে গাড়ি থামাতে হবে, আর গাড়ি থামালেই পিছনের ওরা এসে পড়বে ঘাড়ে। মজা মন্দ নয়। হয়তো কোনো নতুন দারুণ বিপদের

www.BanglaBook.org

দিকে চলেছে, কিন্তু ভয়ের ভাবের চেয়েও চঞ্চলের যেন ভালোই লাগছিলো বেশি !

শেয়ালদা পার হ'য়ে সার্কুলার রোড যেই বেশ চওড়া হ'য়ে এলো, উপেন ধর এমন স্পীড দিলে যে, চঞ্চলের মাথা ভোঁ ক'রে উঠলো। বাপরে, দু'দিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না, মনে হ'চ্ছে শরীরটা শূন্যে হাওয়া হ'য়ে মিলিয়ে যাবে। চঞ্চল গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজলো, কিন্তু একটু পরেই উপেন ধর বিকট সুরে চীৎকার ক'রে উঠতেই তাকিয়ে দেখলো, একটা ল্যাম্পপোষ্ট তীরের বেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আর উপায় নেই ! এক্ষুণি চুরমার ! চঞ্চলের শুধু এ-কথা ভাববার সময় হ'লো যে, মরবার পক্ষে তার বয়েসটা বড়োই কম, সেই মুহূর্তেই উপেন ধর প্রাণপণে ব্রেক কষলে, সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িটা ল্যাম্পপোষ্টে গিয়ে ধাক্কা খেলো, মস্ত একটা ঝাঁকুনি, তারপরেই চুপ।

একটু পরেই পিছনের গাড়িখানা তাদের পাশে এসে দাঁড়ালো, ভিতর থেকে কে একজন বললে, 'কিছু ভাববেন না উপেনবাবু, আমাদের গাড়িতে আসুন, অনেক জায়গা রয়েছে।'

চঞ্চল গলার আওয়াজ চিনতে পারলো—এ তো রণজিৎ সামন্ত।

রণজিৎবাবু গাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'চ'লে আসুন, আর দেরি ক'রে লাভ কী। গাড়িটা থাক, আমার একজন লোক এখানে রেখে যাচ্ছি। এসো, চঞ্চল, তুমিও এসো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চঞ্চল গাড়ি থেকে আগে নেমে পড়লো। 'আপনি! আপনি গরমগুহার্বরে ছিলেন?'

'সে-সব পরে হবে। উপেনবাবু, আর দেরি ক'রে লাভ নেই। আজ রাত্তিরে একটু ঘুমাতে দেবেন, না দেবেন না?'

উপেন ধর নামলো গাড়ি থেকে, তার মুখ একদম ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। আর উপায় নেই, ধরা দিতেই হ'লো পুলিশের হাতে।

রণজিৎবাবুর সঙ্গে তিনজন ধুতি-পরা কনেস্টবল ছিলো, তাদের একজন রইলো উপেন ধরের গাড়ির পাহারায়। ইন্সপেক্টর নিজেও ধুতি-পরা, চেহারা দেখে মনে হ'তে পারে, বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে চলেছেন।

গাড়িটা বেশ বড়ো, সবারই জায়গা হ'য়ে গেলো।

চঞ্চল রণজিৎবাবুকে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় চলেছেন?'

'চলো, দেখবে।'

'পরীক্ষিৎবাবুর খোঁজ পেয়েছেন?'

'তুমি কি দেখলে ওখানে?'

'কিছুই না। ঐ উপেন ধর—'

'হ্যাঁ, তিনি তো সঙ্গেই চলেছেন। উপেনবাবু, আপনার তো দেখছি অনেক গুণ। গাড়িও চালান চমৎকার। দয়া ক'রে ব'লে দিন, পরীক্ষিৎবাবু কোথায় আছেন—আপনার কিছু ভয় নেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু উপেন ধর একটিও কথা বললে না, সমস্ত রাস্তা চুপ ক'রে রইলো।

রাস্তা আর খুব বেশিও ছিল না। লালবিহারী মালাকারের কাশীপুরের প্রকাণ্ড বাগানবাড়িতে গাড়ি যখন ঢুকলো, তখন রাত ঠিক দেড়টা। চঞ্চল বাড়িটা চিনতে পারলে, আগে সে একবার এসেছিলো মহিমবাবুর কাজেই। গাড়ি থামতেই একতলার একটা দরজা খুলে গেলো, ভিতরে দেখা গেলো আলো।

রণজিৎবাবু সকলের আগে গাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'আসুন উপেনবাবু। নিজেই আসবেন, না হাত ধরতে হবে?'

উপেনবাবু নিঃশব্দে নামলেন, তার পিছনে চঞ্চল ও কনেস্টবল দু'জনও নামলো।

রণজিৎবাবু বললেন, 'আপনি আগে যান, উপেনবাবু!'

লম্বা সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই একটা মস্ত হল। সেই হলঘরে উপেন ধরের পিছন-পিছন সবাই ঢুকলো। সেই ঘরে আছে মহিমবাবু—আর পরীক্ষিৎ মজুমদার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ

মহিমবাবু বললেন, 'আসুন ইন্সপেক্টরবাবু, আসুন। কিন্তু আপনার আগেই আমরা পরীক্ষিতের খোঁজ পেয়েছি, তা তো দেখছেন। কী ক'রে পেলুম, তা যদি জানতে চান—'

'কী ক'রে পেলেন তা জানি', ব'লেই ইন্সপেক্টরবাবু আবার পাহারাওয়ালাদের কী ইঙ্গিত করলেন, তারা হঠাৎ দু'জনে মহিমবাবুর দু'দিকে গিয়ে দাঁড়ালো, পরের মুহূর্তে একজন খপ্ ক'রে তাঁর হাত দুটো ধ'রে ফেললে আর একজন পরিয়ে দিলে হাত-কড়া।

চঞ্চল চীৎকার ক'রে উঠলো, 'এ কী! এ কী কাণ্ড!' পরীক্ষিৎবাবু উঠে দাঁড়িয়ে হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এলেন, আর উপেন ধর মাথায় হাত দিয়ে ধপ্ ক'রে একটা সোফায় ব'সে পড়লো।

পরীক্ষিৎবাবু বললেন, 'কে হে তুমি, তোমার তো ধ[illegible] খোলো, ওর হাত-কড়া খোলো। জানো, ও আমার [illegible] চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু!'

'কী রকম বন্ধু এখুনি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি। ঐ টেবিলের উপর কাগজখানা কী?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার?'

'তা দরকার একটু আছে বই কি। আপনার নতুন উইলটা কী-রকম হ'লো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এ-সব বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমি প্রস্তুত নই। তুমি এখানে এসেছো কেন—তোমাকে তো কেউ ডাকেনি ?'

'কেন এসেছি ? এইজন্যে—' রণজিৎবাবু এগিয়ে গিয়ে ছোঁ মেরে টেবিলের উপর থেকে কাগজখানা তুলে নিয়ে ভাঁজ ক'রে পকেটে ভরলেন। পরীক্ষিৎবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, রণজিৎবাবু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার সব কথা আগে শুনে নিন, তারপর যা হয় বলবেন। মহিম বাবু, আপনাকে একটু কষ্ট দিতে হ'লো, কিন্তু আপনি যে-রকম ডেঞ্জেরাস ক্রিমিনাল, ঐ হাত-কড়াটা না-হলেও চলছে না। মাপ করবেন। তাই ব'লে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? বসুন, বসুন না এখানে !'

পরীক্ষিৎবাবুর মুখে অপার বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো। তিনি শুধু বললেন, 'তুমি কি পাগল হ'লে ?'

রণজিৎবাবু একটা চেয়ারে ব'সে বললেন, 'তাহ'লে সবটাই শুনুন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, চ্যাটার্জি ব্যাঙ্ক যখন ফেল পড়লো ? আপনার কত টাকা ছিলো সেখানে ?'

'ছিলো কিছু। সে-কথা এখানে কেন ?'

'কে একজন লোক জাল শেয়ার বেচে স'রে পড়লো, ধরা গেল না। তাতেই ব্যাঙ্ক ফেল পড়লো, তাই তো ? লোকটিকে এখন ধরা গেছে।'

'কে সে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সে আপনার সামনেই ব'সে আছে। তার আসল নাম, মহিম চাটুয্যে, কিন্তু সে শেয়ারগুলো বেচেছিলো, হলধর হালদার নামে; অর্থাৎ আপনাদের পাঁচজনের টাকা মেরে দিয়ে—'

পরীক্ষিৎবাবু ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, 'মিথ্যে, মিথ্যে কথা! এর প্রমাণ?'

'প্রমাণ আমি যথাসময়ে কোর্টে দাখিল করবো। তারপর হ'লো কী—নানা ব্যাঙ্কে নানা বেনামিতে লাখকয়েক টাকা রেখে তিনি খুব গরিবের মতো কিছুদিন ঘুরে বেড়ালেন। তারপর বের করলেন "কলকাতা হরকরা", এ-পত্রিকার জন্য লালবিহারী মালাকারের কাছ থেকে মোটা টাকা বাগানো হ'লো, আপনারা পাঁচজনও বাদ গেলেন না। কিছুদিন পরে নব-সাহিত্য-ভবনের সূত্রপাত হ'লো, আপনার সব বই এখন থেকে ওরাই বার করবে, এইরকম কনট্রাক্ট হয়েছে, না?'

'তা তো হয়েছে। কিন্তু—'

'নব-সাহিত্য-ভবনের ম্যানেজিং-ডিরেক্টর জয়রাম শীলকে আপনি চেনেন? তাকে দেখছেন কখনো?'

'তাকে দেখবার দরকার হয়নি। মহিমই সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে।'

'তাকে দেখবেনও না কখনো, কারণ, মহিম চাটুয্যে আর জয়রাম শীল একই ব্যক্তি। নব-সাহিত্য-ভবন বেনামিতে মহিমবাবুরই কোম্পানি।'

'বলো কী হে!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিকই বলি। "দোর্দণ্ডপ্রতাপ"কে খাটো ক'রে "কলকাতা হরকরা" যাতে জাঁকিয়ে উঠতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আগাগোড়া উনি নানারকম প্যাঁচ খেলে যাচ্ছেন। অসম্ভব চালাক লোক আপনার এই বন্ধুটি! আপনি কি লালবিহারীবাবু কেউ কিছু বুঝতে পারেননি?'

এখানে চঞ্চল ব'লে উঠলো, 'কিন্তু পরীক্ষিৎবাবুর অন্তর্ধানের রহস্য—'

কথাটা শুনে পরীক্ষিৎবাবু চমকে উঠলেন।—'আমার অন্তর্ধান! তার মানে?'

'বাঃ, এই একটা প্যাঁচেই "হরকরা"র কাটতি তিনগুণ বেড়ে গেলো। আপনি তো এই কাশীপুরের বাগানবাড়িতে ব'সে আছেন—এদিকে খবরের কাগজে কী হুলুস্থুল—কলকাতায় কী হৈ-চৈ—পুলিশ, গুলি ছোঁড়া—ডায়মণ্ডহার্বরে একটা পড়োবাড়ীতে ধস্তাধস্তি—কত কিছুই তো হ'য়ে গেলো! আপনি কী ক'রে জানবেন—আপনাকে তো খবরের কাগজ পড়তে দেয়া হয়নি, কি কারো সঙ্গে দেখা করতেও দেয়া হয়নি!'

'খবরের কাগজ আমি ইচ্ছে করেই পড়িনি। কাগজ খুলেই বড়ো-বড়ো অক্ষরে পরীক্ষিৎ-জয়ন্তীর খবর—এ আর ভালো লাগে না। বিরাট একটা হৈ-চৈ তো হবেই, তার আগে একটা দিন নিরিবিলি এই বাগানবাড়িতে কাটাবো, এইরকম ইচ্ছে ছিলো। তা, এ নিয়েও বুঝি হুলুস্থুল?'

www.BanglaBook.org

'হুলুস্থুল বাড়িয়েছেন আপনার বন্ধুই—আর এই বাগানবাড়িতে এসে একটা দিন কাটাবার ইচ্ছেটা, মহিমবাবুই আপনার মনে জাগান—কেমন, ঠিক কিনা ?'

'তা, মহিমই বলেছিলো বটে—'

'এ-কথাও বলেছিলেন যে, বিজয়বাবুকে যেন আগে জানানো না হয়, পাছে তাঁর আপত্তিতে এমন চমৎকার প্ল্যানটা ভণ্ডুল হ'য়ে যায় !'

'কিন্তু বিজয় কি খবর পায়নি ? মহিম, তুমি জানাওনি বিজয়কে যে, আমি এখানে আছি ?'

মহিম চাটুয্যে চুপ।

রণজিৎবাবু বলতে লাগলেন, 'ব্যাপারটা এইরকম। মহিমবাবুর টাকার তৃষ্ণা অসীম ! নানা অসৎ উপায়ে প্রায় সাত লাখ টাকা তিনি করেছেন, কিন্তু লোভ তাঁর বেড়েই চলেছে। এত বেশী লাভ করতে গিয়ে শেষ সামলাতে পারলেন না। কিন্তু মহিমবাবু, এ-কথা বলবোই যে, আপনি অদ্ভুত ক্ষমতাশালী লোক। যেমন আপনার কল্পনাশক্তি, তেমনি আপনার দুঃসাহস। এ-ব্যাপারটাও আপনি গুছিয়ে এনেছিলেন, উপেন ধর মশাইও তাঁর পার্ট প্লে করেছেন চমৎকার, কিন্তু পরীক্ষিৎবাবুর ঘরে তাঁর টেবিলের উপর আরো একখানা অর্ধ-সমাপ্ত চিঠি প'ড়ে ছিলো, সেটি আপনি সরাতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাতেই আমার পক্ষে ব্যাপারটা ভারি সহজ হ'য়ে গেলো। আজ সকালে যে চিঠিটা পরীক্ষিৎবাবুর টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আপনাদের সকলকে দেখালুম, তার তলাতেই আর-একখানা

www.BanglaBook.org

চিঠি ছিলো, সেখানা চট ক'রে আমি পকেটে ভ'রে ফেলেছিলুম, আর-কেউ লক্ষ্য করেনি।'

মহিমবাবুর মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আর্তস্বর বেরুলো।

রণজিৎবাবু পকেট থেকে একগাদা কাগজ বার করলেন। তার ভিতর থেকে একটি বেছে নিয়ে পড়লেন—"মহিম, আমি প্রিন্সেপ্ ঘাটে থাকবো, তুমি সেখানেই এসো।"—চিঠি শেষ করা হয়নি, টেবিলের উপরেই প'ড়েছিলো। এ-চিঠি পরে কি আপনি আবার লিখে পাঠিয়েছেন?'

রণজিৎবাবু কাগজখানা পরীক্ষিৎবাবুর সামনে টেবিলের উপর মেলে ধরলেন।

পরীক্ষিৎবাবু কাগজটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ আমার এক বদভ্যাস, একেবারে একটা চিঠি প্রায়ই শেষ করতে পারিনে—এক লাইন লিখে উঠে যাই! হ্যাঁ, পরে এই চিঠিই আবার লিখে পাঠিয়েছিলুম বইকি, তাতে হয়েছে কি?'

'এ হাতের লেখা তবে আপনারই?'

'হ্যাঁ, আমার বইকি!'

'আচ্ছা, দেখুন তো, এ হাতের লেখা আপনার কিনা?' ব'লে রণজিৎবাবু আর-একখানা কাগজ ঔপন্যাসিকের সামনে মেলে ধরলেন।

'আরে, এ কী আশ্চর্য! এ তো হুবহু আমার হাতের লেখা, কিন্তু এ-চিঠি তো আমি কখনো লিখিনি! কেনই-বা লিখবো?

www.BanglaBook.org

আমি তো কখনো ডায়মণ্ডহার্বরে বন্দী হইনি! এ কী কাণ্ড? 'এ যে দেখছি, দস্তুরমতো নভেলিয়ানা!' পরীক্ষিৎবাবু বিহ্বল-ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন।

রণজিৎবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য! আপনার হাতের লেখার সঙ্গে এতই মিল যে, আমাদের হ্যাণ্ডরাইটিং-এক্সপার্ট-এরও প্রথমটায় ধাঁধা লেগেছিলো। উপেন ধর মশাই নিপুণ শিল্পী বটে!'

পরীক্ষিৎবাবু উপেন ধরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উপেন, তোমার এই কাজ?'

উপেনবাবু হঠাৎ ভেউ-ভেউ ক'রে কেঁদে উঠে বললেন, 'আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমার কোনো দোষ নেই—'

রণজিৎবাবু বললেন, 'ছি ছি, আপনি এত ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন কেন? থামুন, থামুন! আরে, আপনাকে নিয়ে মহা মুশ্‌কিলই হ'লো দেখছি। আপনার মতো একজন করিৎকর্মা লোকের কি এ-সব কান্নাকাটি মানায়! বাস্তবিক,' পরীক্ষিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে সামন্ত-মশাই বলতে লাগলেন, 'এই উপেন ধরের মতো চৌকষ লোক বাংলা দেশে প্রায়ই দেখা যায় না। রিভলভার ছুঁড়তেও ইনি ওস্তাদ! ছোট্ট কামরায় তিনজন লোক ব'সে আছে, একজনের কান ঘেঁষে, আর-একজনের নাকের তলা দিয়ে, তৃতীয় ব্যক্তির ঠিক চুলের উপর দিয়ে গিয়ে গুলিটি কাঠের পার্টিশন ফুঁড়ে একঘর লোক পার হ'য়ে টাইপিস্টের টেবিলের তলায় গিয়ে পড়লো—ভাবতে পারেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চঞ্চল এতক্ষণ অবাক হ'য়ে শুনছিলো, এইবার ব'লে উঠলো, 'ঐ গুলিটা তাহ'লে উপেন ধরই ছুঁড়েছিলো? কেন? এর উদ্দেশ্য কী?'

ইন্সপেক্টরবাবু সে-কথার জবাব না দিয়ে বলতে লাগলেন, 'সবই ঠিকঠাক মতো হয়েছিলো, কিন্তু আপনাদের একটু ভুল হ'য়ে গিয়েছিলো মহিমবাবু, গুলিটা গরম ছিলো না! এই ত্রুটি ছাড়া আপনাদের অভিনয় চমৎকার হয়েছিলো—প্রশংসা করতে হয়! বিশেষ ক'রে, আপনার পার্ট! ওঃ, আপনার টেবিলের তলায় ঢোকাটি কী চমৎকারই হয়েছিলো—ভুলতে পারছি না। রিয়্যালি ম্যাগনিফিসেন্ট!'

ব'লে রণজিৎবাবু হাসতে লাগলেন।

চঞ্চল বললে, 'কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে, কেন ছোঁড়া হয়েছিলো? কার উদ্দেশ্যে?'

রণজিৎবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, 'এইখানেই তো মজা। গুলিটা আসলে ছোঁড়াই হয়নি, ওটা আগে-থেকেই পড়ে ছিলো টাইপিস্টের টেবিলের তলায়। পিছন থেকে উপেনবাবু একটা ফাঁকা আওয়াজ করেছিলেন মাত্র!'

'পিছন থেকে! কোত্থেকে?'

'মহিমবাবুর কামরার পিছনেই তাঁর বাথরুম, সেখান থেকে।'

'তারপর তিনি পালালেন কেমন ক'রে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পালাবার দরকার হয়নি, বাথরুমেই ব'সে ছিলেন। তুমি হয়তো লক্ষ্য করোনি চঞ্চল, বাথরুমের দরজাটা বাইরে থেকে তালা দেয়া ছিলো, আর দরজায় একটা নোটিশ লাগানো ছিলো—Not to be used.'

চঞ্চল বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে! তাই তো! বাথরুমটা খুঁজে দেখবার কথা তো কারো মনে হয়নি!'

'আমার হয়েছিলো, কিন্তু দরকার বোধ করিনি। ব্যাপারটা কী, আমি তার আগেই বুঝে ফেলেছিলাম। মহিমবাবু একটা ঘণ্টা টিপলেন, বেয়ারার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, "টাইপ"। তারপরেই তো এই কাণ্ড! ঐ ঘণ্টা বাজিয়ে আসলে উপেন ধরকেই ইঙ্গিত করা হয়েছিলো।'

'কিন্তু এর দরকার কী ছিলো, তাই তো আমি বুঝতে পারছি না!'

'দরকার ছিলো এইটে প্রমাণ করা যে, পরীক্ষিৎবাবুর শত্রুরা শুধু তাঁকে সরিয়েই তৃপ্ত হয়নি, তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু মহিম চাটুয্যেকেও খুন করবার চেষ্টায় আছে।'

এখানে পরীক্ষিৎবাবু ব'লে উঠলেন, 'তোমাদের কথাবার্তা শুনতে-শুনতে আমার মাথা ঘুরছে; কিছুই বুঝতে পারছি না। দয়া ক'রে প্রথম থেকে বুঝিয়ে বলো, নয়তো একটু পরেই মনে হবে যে, পাগল হ'য়ে গেছি।'

সামন্তমশাই বললেন, 'বেশ, প্রথম থেকেই বলি। মহিমবাবুর এটা হ'লো দেখা-বিদ্যির খেলা! প্রথম থেকেই দু'হাতের খেলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেলে যাচ্ছেন—সকলের সামনে এগিয়ে আছেন বরাবর, যাতে তাঁর উপর কোনোরকম সন্দেহ পড়বার কথাই না ওঠে। আর তাঁরা সহকর্মী হিসাবে নিলেন বেচারা উপেন ধরকে। উপেনবাবুকে সত্যি খুব দোষ দেয়া যায় না—তিনি মহিমবাবুর হাতের পুতুলমাত্র—তাঁর অবস্থা ভালো নয়, মোটা টাকার লোভে রাজী হয়েছিলেন।'

হঠাৎ উপেন ধর আবার খানিকটা ফোঁস্-ফোঁস্ ক'রে কেঁদে উঠলেন।

ইন্সপেক্টরবাবু বলতে লাগলেন, 'মহিমবাবুর মৎলব ছিলো, এই ব্যাপারে একঢিলে অনেকগুলো পাখি মারা। প্রথমত, "দোর্দণ্ডপ্রতাপ" আর বৃন্দাবন গুপ্তকে জব্দ করা—এঁরা পরীক্ষিৎবাবুর পক্ষপাতী নন, তাঁদের উপর সন্দেহ ফেললে লোকে সহজেই বিশ্বাস করবে। বেচারা বৃন্দাবন গুপ্তকে তো রীতিমতো হাজতবাসই করিয়ে নিলেন। আহা—এতক্ষণে বোধহয় আধখানা হ'য়ে গেছে বেচারা। লালবাজারে গিয়ে প্রথমে ঠুকে ছেড়ে দিয়ে তারপর অন্য কাজ।'

পরীক্ষিৎবাবু বললেন, 'সে কী! বৃন্দাবন গুপ্ত হাজতে!'

'হ্যাঁ, আপনার অন্তর্ধানের সঙ্গে বৃন্দাবন গুপ্তের যে কোনোরকম সংশ্রব আছেই, মহিমবাবু প্রথম থেকেই খুব জোর দিয়ে তা বলতে লাগলেন। আমি ভদ্রলোককে ধরেই আনলুম—পাছে মহিমবাবু বুঝতে পারেন যে, আসল ব্যাপারটা কী, যা আমি আঁচ করেছি।

www.BanglaBook.org

এর মধ্যে উপেন ধরকে এমন কৌশলে মহিমবাবু জড়িয়েছিলেন যে, আমারও প্রথমটায় খটকা লেগেছিলো। উপেন ধরের উপর খানিকটা সন্দেহ তিনি এইজন্যেই ফেলেছিলেন, যাতে পুলিশের গোলমাল লাগে

'এদিকে লালবিহারীবাবুকে পটিয়ে মহিমবাবু শ্রী ইনশিওরেন্স কোম্পানি ফাঁদবার চেষ্টায় আছেন—অবশ্য নিজের নামে নয়, মাঝখানে উপেন ধর আছেন শিখণ্ডী। পরীক্ষিৎবাবুকে দিয়ে অনেকগুলো শেয়ার কিনিয়ে, তাঁকে ডিরেক্টর ক'রে, জয়ন্তীর দিনে সব কাগজে তাঁর ছবি দিয়ে বড়ো-বড়ো বিজ্ঞাপন বেরুতো—বেশ ভালোই হ'তো ; কিন্তু এর মধ্যে আর-একটু প্যাঁচ না-ক'রে মহিমবাবু তৃপ্ত হ'তে পারলেন না। তাই তিনি ভাবলেন—পরীক্ষিৎ একদিন গিয়ে মাসাকারমশাইর কাশীপুরের বাগানে থাকুক, এদিকে আমি "হরকরা"র তুমুল কাণ্ড করি যে, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক অন্তর্হিত। "হরকরা"র হু-হু করে কাটতি হবে, তারপর ঠিক জয়ন্তীর দিন আমি ঔপন্যাসিকটিকে বের ক'রে আনবো—এবং তাঁকে উদ্ধারও করবে, পুলিশ নয়, অন্য-কেউ নয়, "হরকরা"ই। মোটের উপর, এ-ব্যাপারে "হরকরা"র প্রতিপত্তি এত বেড়ে যাবে যে, "দোর্দণ্ড-প্রতাপ"কে নিচে ঠেলে সে ধাঁ ক'রে উপরে উঠে যেতে পারবে। আর পরীক্ষিৎ-উদ্ধার ব্যাপারের নায়ক তিনি স্থির করলেন এই চঞ্চলকে, যে তাঁর আপিশের মধ্যে সবচেয়ে ছেলেমানুষ, যে কিছুই বুঝবে না, যাকে ইচ্ছেমতো চালানো যাবে।

www.BanglaBook.org

এর পর নাটকটি বেশ যত্নে সাজানো হ'লো। পরীক্ষিৎবাবু এমনিই ক্লান্ত ও লোকের উৎপাতে বিরক্ত হ'য়ে ছিলেন--তাঁকে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে বিশ্রাম করতে সহজেই রাজী করানো গেলো। মহিমবাবুর প্ল্যানে রাজি হ'য়ে পরীক্ষিৎবাবু তাঁকে চিঠিও লিখলেন। স্থির হ'লো, আগে কাউকে কিছু বলা হবে না, পরে বলা হবে শুধু বিজয়বাবুকে, তাও খুব চুপে-চুপে। আঠারো তারিখ সন্ধ্যের পরে গঙ্গার ধারে মহিমবাবুর সঙ্গে পরীক্ষিৎবাবুর দেখা হ'লো। পরীক্ষিৎবাবু গাড়ি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন—তাঁর ড্রাইভার যে লম্বা লোকটিকে দেখেছিলো, সে মহিম চাটুয্যে ছাড়া আর-কেউ নয়।'

'অ্যাঁ।' চঞ্চলের গলা দিয়ে একটা বিস্মিত আওয়াজ বেরুলো।

'সেখানে আলো কম ছিলো, ড্রাইভার দূর থেকে ভালো দেখতে পায়নি, লক্ষ্যও করেনি। লম্বা লোকটি কে হ'তে প' নিয়ে কত গবেষণা; এ-কথা অবশ্য কারুরই মনে হয়নি যে, মহিমবাবুও লম্বা। হবার কথাও নয়। এদিকে লম্বা লোকটিকে যাতে উপেন ধর ব'লেই সন্দেহ হয়, সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। উপেন ধরকে ঐ প্রিন্সেপ ঘাটে রেখে পরীক্ষিৎবাবুকে নিয়ে মহিমবাবু চ'লে এলেন কাশীপুরে। আপনারা কি ট্যাক্সিতে এসেছিলেন, না মহিমবাবুর গাড়িতে?'

পরীক্ষিৎবাবু বললেন, 'ট্যাক্সিতে। কিন্তু উপেনকে তো ওখানে আমি দেখিনি!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনার তো দেখবার দরকার নেই, যাদের দরকার, তারা দেখেছিলো। রাত্রে বিজয়বাবু যখন চঞ্চলকে নিয়ে প্রিন্সেপ ঘাটে গেলেন, উপেনবাবু তার আগেই বৃন্দাবন গুপ্তের একটি ভিজিটিং কার্ড ওখানে ফেলে রেখেছিলেন—যে-কোনো লোকের একখানা কার্ড জোগাড় করা কিছুই শক্ত নয়। তারপর ইচ্ছে ক'রে ওদের সামনে দিয়ে হুস্ ক'রে ছুটে পালিয়ে গেলেন—এ আর কিছুই নয়, ব্যাপার-টাকে আরো জটিল, আরো গোলমেলে ক'রে তোলা। ময়দানের ভিতরে অন্ধকারে তিনি যেন একেবারে মিলিয়ে গেলেন—না, চঞ্চল?'

'তা-ই তো মনে হয়েছিলো!'

'ময়দানের মধ্যে একটু দূরেই একটি গাড়ি অন্ধকারে মিলিয়ে [illegible]—লালবিহারীবাবুর একটি ছোটো অষ্টিন, মহিমবাবু কয়েকদিনের [illegible]ার এনেছিলেন। এ-গাড়ি কোন্ কাজে লাগবে, লালবিহারী-বাবুর অবশ্য তা স্বপ্নেরও অগোচর। সেই গাড়ি নিয়ে একেবারে ছুট মহিমবাবুর বাড়িতে। তারপর থেকে উপেন ধরকেও আর পাওয়া যায় না—কী-ক'রেই বা যাবে, তিনি যে মহিমবাবুর বাড়ীতেই দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন আর ঘুমুচ্ছেন। তোমরা যখন মহিমবাবুর বাড়ি গেলে চঞ্চল, উপেন ধর তখন তোমাদের পাশে ছোটো ঘরটিতেই আরামে নিদ্রা যাচ্ছেন।'

চঞ্চল চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'বলেন কী!'

'এই তো ব্যাপার। বিজয়কৃষ্ণকে কিছুই বলা হ'লো না, গরম-গরম "হরকরা" বেরুলো আশ্চর্য খবর নিয়ে, পুলিশকে টেলিফোন

www.BanglaBook.org

করলেন মহিমবাবুই, তারপর পুলিশের মহা বন্ধু ও উপদেষ্টা হ'য়ে বসলেন। "দোর্দণ্ডপ্রতাপে"র প্রোপ্রাইটর শশাঙ্ক বক্সিকেও এর মধ্যে জড়াবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেটা আর হ'য়ে ওঠেনি। সকাল-বেলাই উপেন ধরের জাল চিঠি ডাকে দেয়া হ'লো, তারপর দুপুরবেলা মহিমবাবু তাকে লুকিয়ে আপিশে এনে বাথরুমে বন্ধ ক'রে রাখলেন। আমি যেই বললুম, "আমরা সকলে সন্দেহ করি, যতক্ষণ উল্টোটা প্রমাণ না হয়", তার একটু পরেই ঘণ্টা বাজলো আর গুলির আওয়াজ হ'লো। এতে এটা প্রমাণ হ'লো যে, আর হোক, মহিম চাটুয্যেকে সন্দেহ করবার সাহস পুলিশেরও নেই; তাছাড়া "হরকরা"র বিজ্ঞাপনের দিক থেকেও মস্ত লাভ, জাঁকালো স্পেশাল বেরুলো বিকেলে। মহিম চাটুয্যেকে হত্যা করবার চেষ্টা—উঃ, কী সাংঘাতিক! তোলপাড় প'ড়ে গেলো শহরে।

'তারপরে ডায়মণ্ডহার্বরের খবর নিয়ে ঐ চিঠি। ওর উদ্দেশ্য আর-কিছুই নয়, পুলিশকে নিয়ে একটু রগড় করা! তোমাকে নিয়েও চঞ্চল! উপেন ধরকে পাঠানো হলো, কারণ, তাকে অনুসরণ ক'রে আমরা ঠিক জায়গায় এসে হাজির হবো—আর তখন মহিমবাবু আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবেন—পরীক্ষিৎউদ্ধার কার্য তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হ'য়ে গেছে, আমাদের মিছিমিছি খাটালেন ব'লে দুঃখিত। কী ক'রে উদ্ধারকার্য সম্পন্ন হলো, সে-বিষয়ে ছোটো একটি গল্পও ভেবে রেখেছিলেন—আমাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে বলতেন, আর আমরা তাঁর ক্ষমতায় স্তম্ভিত হ'য়ে কুর্নিশ

www.BanglaBook.org

ক'রে বিদায় নিতুম। কিন্তু সেটুকু সময় তাঁকে আর দেয়া হ'লো না।

'তুমি বোধহয় জানো না চঞ্চল, যে, তোমার পিছন-পিছন একই ট্রেনে উপেন ধরকে পাঠানো হয় ডায়মণ্ডহার্বর, আবার তার পিছনে আমার একজন চর ছিলো! ডায়মণ্ডহার্বর স্টেশনে সেই গাড়িটি অপেক্ষা করছিলো, তুমি স্টেশন থেকে বেরোবার আগেই উপেনবাবু সেই গাড়ি নিয়ে উধাও হলেন—ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে। সন্ধ্যের কিছু পরে উপেনবাবু সেখানে এলেন গাড়ি নিয়ে, গাড়িটা কিছু দূরে রেখে ঢুকলেন বাড়িতে। তুমি তখন ভিতরের ঘরে ব'সে কাঁপছো, আর আমি পিছনদিকের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে! উপেনবাবুর ঘুঁষিগুলো যখন তোমার উপর পড়ছিলো, আমার কষ্ট হচ্ছিলো তোমার জন্যে, হাসিও পাচ্ছিলো, কিন্তু তোমাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করিনি, কারণ, তাহ'লে নাটকটা মাঝখানেই নষ্ট হ'য়ে যায়। ঘুঁষোঘুঁষির উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কালকের "হরকরা"য় খুব ফলাও ক'রে ছাপা। উপেন ধরই অপরাধী হিসেবে ধরা পড়বে পুলিশের হাতে, বানিয়ে যা খুশি একটা গল্প বলবে, তারপর, প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দিতেই হবে—মহিমবাবুর প্ল্যান ছিলো এইরকম। এদিকে তোমাকেও একজন ছোটো-খাটো হিরো সাজিয়ে "হরকরা"য় কোনু-না লম্বা-চওড়া লেখা বেরোবে! তুমি ভেবো না চঞ্চল, যে, তুমি উপেন ধরের গাড়িতে লাফিয়ে উঠতে পেরে খুব একটা বীরত্ব করেছিলে, তোমাকে না নিয়ে

www.BanglaBook.org

উপেন ধর যেতোই না। তারপর পিছন-পিছন আমি আসবো, তাও উপেন ধর জানে। সহজে ধরা দিলে ভালো দেখায় না, সেইজন্যে এত দূর এসে ইচ্ছে ক'রে একটা ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে গাড়িটাকে আস্তে ঠুকে দিলে।...উপেনবাবু, আপনি যেমন চমৎকার অভিনেতা, তেমনি চমৎকার গাড়ি-চালিয়ে। মহিমবাবুর প্ল্যান ছিলো, উপেন ধরকে ধরতে পারার জন্য আমাকে প্রচুর কনগ্রেচ করবেন, আমাকে বলবেন, তাকে এক্ষুণি হাত-কড়া পরিয়ে লালবাজার নিয়ে যেতে; কিন্তু ব্যাপারটা হ'লো একটু অন্যরকম।...আচ্ছা, মহিমবাবু, আপনাকে তাহ'লে এখন কষ্ট ক'রে একটু গা তুলতে হ'চ্ছে। উপেনবাবু, আপনিও আসুন, আপনার কিছু ভয় নেই, সত্য কথা সব খুলে বলবেন, এই আরকি!

উপেন ধরের গলা দিয়ে বিকৃত একটা শব্দ বেরুলো, তার মানে বোঝা গেলো না।

সব শুনে পরীক্ষিৎবাবু বললেন, 'এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মাথাটা ঝিমঝিম করছে!'

'বোঝবার আর কী আছে, বলুন? হ্যাঁ, একটা কথা। এত রাত্তির অবধি জেগে ছিলেন?'

পরীক্ষিৎবাবু আমতা-আমতা ক'রে বললেন, 'একটু জরুরি বিষয়ে আলোচনা হ'চ্ছিলো।'

'উইলের বিষয় তো? মহিমবাবু আপনার কানে আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অনেক বিষ ঢালছিলেন, সেটা বুঝতেই পারছিলুম!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

াপনি না-থাকলেই বিজয়বাবু খুশি হন, আপনার টাকার ওপরেই র নজর···এই তো? নূতন উইলের ড্রাফ্‌টটা পকেটেই য়েছে, ওতে মহিমবাবুর ছেলের নামে কত দিচ্ছিলেন?···আপনার নুমতি পেলে ওটা ছিঁড়ে ফেলি।'

পরীক্ষিৎবাবুর উত্তরের অপেক্ষা না-ক'রেই রণজিৎবাবু পকেট থেকে সেই কাগজটা বের ক'রে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন। একটা হাই তুলে বললেন, 'ওঃ, এখন একটু না-ঘুমুলে আর পারবো না! মহিমবাবু, চলুন, আপনাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দিই—কিচ্ছু ভাববেন না, আপনার বন্ধু উপেন ধরও সঙ্গে থাকবেন। উঃ, আপনার মতো টাকার লোভ সাধারণত দেখা যায় না। লালবিহারীবাবুকে দিয়ে একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, সেটাও "হরকরা"র নাম ক'রে আত্মসাৎ করতেন। যা-ই হোক্, আপাতত কয়েক বছরের জন্য আপনি নিশ্চিন্ত হলেন—আপনার সমস্ত খরচ গবর্মেণ্টই বহন করবে।'

এরপর পরীক্ষিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে রণজিৎবাবু বললেন, 'আচ্ছা, এখন তাহ'লে বিদায় নিচ্ছি আমরা, আপনি বিশ্রাম করুন। আমরা পুলিশের লোক, নানারকম অপ্রিয় কাজ করতে হয়, আপনার মূল্যবান্ সময়ও অনেকখানি নষ্ট ক'রে গেলুম, তবে এটুকু ভাবতে ভালো লাগছে যে, আমার আজকের দিনের খাটুনি একেবারে ব্যর্থ হয়নি—আপনার জীবনের উপর হতে মস্ত কালো একটা ছায়া আমি সরিয়ে নিতে পারলুম।'

www.BanglaBook.org

পুলিশে ঘেরাও হ'য়ে গাড়িতে ওঠবার আগে মহিম চাটুযে চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ' ল ! ফিরতে কিছু দিন দেরি হবে। যদি পারো, "হরকরা" চালিয়ে নিয়ো।'

শেষ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG